মহাশূন্যে পরান মাষ্টার

সৈয়দ শামসুল হক

বাংলাবুক পরিবেশিত

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
দ্বিতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৬
প্রচ্ছদ
মঈন আহমেদ
আলোকচিত্র
শামসুল ইসলাম আলমাজী
কম্পোজ
ডেস্কটপ কম্পিউটিং লিঃ
১৭০ শান্তিনগর ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মহাশূন্যে পরান মাস্টার

সৈয়দ শামসুল হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা বাঙ্গালী, এই বাংলাদেশ আপনাদের স্বদেশ এবং এই দেশটি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আছে। না, আমি ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ এখন ভাবছি না। অতএব, আমার এ উপন্যাস পড়তে বসে ' আহ্, এ আবার কেমন শুরু?' বলে বই বন্ধ করবেন না, এই অনুরোধ। আমি আপনাদের মনে করতে বলি, যে, আমরা সকলেই পল্লীর মানুষ; রাজধানী ঢাকা নগরীতে যারা বাস করছি কিম্বা নগরীতে আমাদের যাদের জন্ম, আমরাও আসলে পল্লীরই; ঢাকা নগরীও এক বৃহৎ পল্লী ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমি আপনাদের বাংলাদেশের পল্লীগুলোর একটি বিশেষ দিকের প্রতি এখন মনোযোগ প্রার্থনা করছি।

এই বাংলাদেশের যে কোনো পল্লীতেই আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, যে, অন্তত একজন দয়াহীন ধনবান ব্যক্তি আছেন, একজন অভিশপ্ত কৃপণ আছেন, একজন সুকণ্ঠ গায়ক ভিক্ষুক আছেন, একজন হতভাগ্য ইস্কুল শিক্ষক আছেন এবং ঘোর উন্মাদ অথচ নিরীহ একটি ব্যক্তি আছেন; এই পাঁচ ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া কোনো পল্লীই সম্পূর্ণ নয়।

কেউ একদা বলেছিলেন,' বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি'; আমি জানি না এই বাংলাদেশে সুদূর কোনো অতীতকালে প্লেটোর মত কোনো দার্শনিক জন্ম নিয়েছিলেন কি না এবং তিনি বাংলার আদর্শ পল্লীর রূপরেখা বর্ণনা করেছিলেন কি না, কিন্তু এই পাঁচ চরিত্র বাংলাদেশের যে পল্লীতে নেই, সে পল্লী বড় অসম্পূণ বলে আমরা নিজেরাই অনুভব করি। আমরা শিশুকালে, আমি এখনো মনে করতে পারি, আমাদের শহর জলেশ্বরীর উঠতি দাদা মনসুর ভাই পাশের নবগ্রামের প্রশান্ত তলাপাত্রকে খাটো করবার জন্যে প্রায়ই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকে বলতেন,' যা, যা, তোদের ওখানে একটা পাড়ার পাগলা পর্যন্ত নেই; কি আছে তোদের ?' সেই তাচ্ছিল্য দিনের পর দিন সহ্য করতে করতে একদিন প্রশান্ত তলাপাত্র নিজেই উন্মাদ হয়ে নবগ্রামের সুনাম রক্ষা করে কি না বলতে পারব না; প্রশান্তদা এখনো নবগ্রামে আছেন এবং রেল ইস্টিশানের প্ল্যাটফরমে তাঁকে আজ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে যাত্রীদের ফেলে দেয়া ঠোঙ্গার কাগজ, বিভিন্ন মোড়ক ও সিগারেটের বাক্স সংগ্রহ করতে দেখা যায় কাগজগুলো তিনি পরিষ্কার করে, ভাঁজ মসৃণ করে সরকারী নোটের মত কেতাবন্দী করে রাখেন। কিন্তু এ কাহিনী প্রশান্ত তলাপাত্রের নয়; অতএব, তাকে আমরা এখানেই ছেড়ে দিয়ে যাই।

আমি একটি ' সমাবন্ধের খেলা, আপনাদের দিই। বাংলা শব্দটি দুর্বোধ্য যদি মনে হয়, ইংরেজীতে বললে নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে যাবে—গেম অব কমবিনেশন।'

যেমন, পাঁচটি জিনিস হাতে আছে–এর কত রকম জোড়া হতে পারে? আচ্ছা, আমাদের সেই পল্লীর পাঁচটি চরিত্রের কথাই মনে করা যাক।

একই সঙ্গে কেউ দয়াহীন ধনবান এবং অভিশপ্ত কৃপণ হতে পারেন? আপনারা হেসে বলবেন, 'অবশ্যই হতে পারেন।' আমি পাল্টা বলব, 'না, সম্ভব নয়।' আমার যুক্তি এই যে, কৃপণের ধন থাকতেই হবে, এমন কোনো কথাই নেই। নির্ধনও কৃপণ হতে পারে; কৃপণতা মুলত একটি মানসিকতা বিশেষ। তাছাড়া, কৃপণ ধনী হলেও ধনকে সে গোপন করতেই ব্যস্ত; আর, ধনবান যিনি, তিনি হৃদয়হীন হলেও নিজের চাকচিক্য তথা ধনের গৌরব অপরের দৃষ্টিগোচর করাতে খুব আগ্রহী।

তবে, দেখাই যাক না, অভিশপ্ত কৃপণ ব্যক্তিটি, যার নাম করলে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায় বলে শোনা আছে, তিনি কি সুকণ্ঠ একজন গায়কও হতে পারেন? সম্ভাবনাটি নিয়ে আপনারা ইতস্ততঃ করেছেন, আমি অনুভব করছি; আমি বলব, 'অসম্ভব।' আমি কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ দেখাতে পারব না আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, কৃপণের স্বরযন্ত্র গানের যোগ্য হয় না, যে গান করে সে বিতরণ করে এবং কৃপণ বিতরণকে সর্বাংশে এড়িয়ে চলে।

সমাবন্ধের খেলা আমরা আরো অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি; তা সংক্ষেপেই এখন করি। সবশেষে, একজন ইস্কুল শিক্ষক কি ঘোর উম্মাদ হয়ে যেতে পারেন?

অবশ্যই হতে পারেন; উম্মাদ যে কেউ হতে পারে; চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে, পাগলের কোনো সংজ্ঞা নেই, কে যে পাগল আর কে যে সুস্থ স্বাভাবিক? — আজ পর্যন্ত কেউ ছক কেটে দেখাতে পারেনি; কাজেই আমরা যাকে সুস্থ বলে ধরে নিচ্ছি, সে আসলে হয়ত আস্ত একটি পাগল, এবং যাকে পাগল বলে সনাক্ত করেছি, সে হয়ত আমাদের চেয়েও অনেক বেশি সুস্থও স্বাভাবিক। চিকিৎসকেরা তো বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানের প্রধান একটি কাজ হচ্ছে —সংজ্ঞা নির্ধারণ করা; অতএব চিকিৎসকেরা একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে উম্মাদ ব্যক্তির একটি সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন। সেটি হচ্ছে — সামাজিক বিশ্বাস, আচরণ ও ধ্যান ধারণার বিপরীতে যে যায় এবং সম্মিলিত কোনো মানব গোষ্ঠির অর্জিত জ্ঞানের বিরোধী উক্তি যে করে, সেই উম্মাদ।

এবং এই সংজ্ঞা শীতকালে শীত নিবারণের জন্যে গরম কাপড়ের মত কাজ দিলেও, যে কোনো শৈত্য বোধেই জামা কাপড় কিছু কাজে দেয় না, আপনারা নিজেরাই অবগত আছেন।

আমি এখন জলেশ্বরী উচ্চ প্রাইমারী ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আনসার আলী যিনি পরান মাস্টার নামেই গত পঁচিশ বছর থেকে পরিচিত, তার কথা ভাবছি।

বাংলাদেশের যে কোনো পল্লীর অবশ্য উপস্থিত একটি চরিত্র হচ্ছেন একজন হতভাগ ইস্কুল শিক্ষক; পরান মাস্টার শিক্ষক এবং হতভাগ্য; বিদ্যালয়ে একশ' সাতষট্টি জন বালক বালিকার শিক্ষক; এবং গৃহে বাইশ থেকে এগার বছর বয়সের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে দু'টি আশু বিবাহযোগ্য কন্যা ও একটি বেকার পড়াশোনায় ইস্তফা দেয়া পুত্রসহ মোসাম্মৎ চাঁন বড়ুর হতভাগ্য স্বামী পরান মাস্টার।

BanglaBook.org

২

অনেকদিন পরে আবার আমি জলেশ্বরীতে ফিরে আসি; ব্যবধান শুধু দিনের নয়, ব্যবধান অভিজ্ঞতারও বটে; পুরো সাতটি বছর লণ্ডনে কাটিয়ে, যে সাতটি বছরকে আমি ইউসুফের সেই স্বপ্নে দেখা সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি শস্যহীন গমশীষের সঙ্গে তুলনা করে থাকি, আবার আমি ফিরে এসেছি আমার জলেশ্বরীতে।

এই সাত বছরে বদলে গেছে অনেক কিছুই, ভেতরের কথা ছেড়েই দিলাম, যা চোখে দেখা যায় তারই কথা বলছি; ঢাকার নতুন বিমান বন্দরে নামা থেকে শুরু করে ট্রেন ধরে উত্তরের দিকে যাত্রা করে, ফেরীতে শীর্ণ ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, তোরশা জংশন হয়ে জলেশ্বরী পর্যন্ত কেবল বদলে যাওয়া দেখতে দেখতেই এসে পৌছুলাম; জলেশ্বরী ইস্টিশানও বদলে গেছে, সেই ছন ছাওয়া ঘরটি নেই, মরা লাল রঙ দেয়া টিনের চাল এখন, ইস্টিশানের বাইরে ফাঁকা মাঠ আর নেই, সারি সারি দোকান এখন, বুড়ো কদম গাছটা উধাও; আমার আশংকা হলো আমি নিজেও এত বদলে গেছি যে, আমাকে হয়ত এখানে কেউ আর চিনতে পারবে না আজ।

টিকেট দিয়ে বেরুবার পথেই হাত ধরে টান দিল পরান মাস্টার ; যেন আমারই জন্যে সে ইস্টিশানের পেছনের বারান্দায় অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিল।

হাত ধরে টান দিয়েই আমার নাম উচ্চারণ করে সে বলল, ঠিক ধরেছি না?

আমি তাকে চিনতে পেরেছি, তবু অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। কারণ, পরান মাস্টার এখন দাড়ি রেখেছে, কিম্বা দাড়িই তাকে রেখেছে বলা ভাল, গ্রামে পাকা আধপাকা দাড়ি অযত্নে অবহেলায় বাড়তে বাড়তে এখন উদ্ধত হয়ে চারদিকে খাড়া হয়ে আছে গাল চিবুক জুড়ে। গায়ের হাফহাতা জামায় চিতে পড়েছে, হরেক রঙের তালি পড়েছে, পরনের লুঙ্গি ছেঁড়া ও ময়লা, পা খালি, হাতে একটি ছোট লাঠি। পরান মাস্টারকে শেষ যখন দেখেছিলাম, নিয়মিত দাড়ি কামাতে না পারলেও দাড়ি সে তখন রাখত না এবং দশ পনের দিনের বেড়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা দাড়িতে সে অনবরত হাত বুলোত, যেন সংস্কার করতে না পারবার জন্যে নীরব ক্ষমা প্রার্থনা করে চলেছে; তার গায়ের জামা সস্তা কাপড়ের হলেও সব সময় সে ধোয়া পরিষ্কার রাখত এবং লুঙ্গি বদলে মার্কিন কাপড়ের পাজামা দেখেছিলাম, পায়ে রবারের ডিঙি পাম্পু স্যু; আর, পথে কখনো জিগা গাছের কাঁচা ডাল ভাঙ্গা লাঠি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

আমাকে অবাক চোখে তাকাতে দেখে পরান মাস্টার বলল, দেখে পাগল মনে করছিস, না?

আমি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, তা কেন? অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম তো, তাই।

পরান মাস্টার আমার হাত আরো জোরে চেপে ধরে বলল, ঠিক বলছিস তো? পাগল মনে করিসনি?

না, না,।

BanglaBook.org

বল, তুই বল, পাগল কেউ মানুষ চিনতে পারে?

না। আমি মাথা ঝাঁকায়ে বললাম।

পাগল কেউ অতীতের কথা মনে করতে পারে?

না।

তাহলে? আমি তো বেশ মনে করতে পারছি; বলব একটা কথা? পুরনো কথা?

বলুন না?

তোর দু ক্লাস উপরে পরতাম।

মনে আছে।

একদিন তুই ফরিদ মাস্টারের ক্লাসে 'ডগস আর বার্কিং' কথাটার বাংলা বলতে পারিসনি, মনে আছে?

আমার ঠিক মনে পড়ল না, কিন্তু হতেও পারে তো; আমি হাসি মুখে পরান মাস্টারের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পরান মাস্টার বলে চলল, ফরিদ মাস্টার পিটিয়ে তোর পাছা লাল করল?

আমি অপ্রতিভ হয়ে কাঁধ ঝাড়া দিয়ে উঠলাম।

পরান মাস্টার হা হা করে হেসে উঠে বলল, পাশের ক্লাসে আমি ছিলাম, বেড়ার ফাঁক দিয়ে সব দেখছিলাম, তার পর যেই আমি বললাম —কুকুরেরা ভৌ ভৌ করিতেছে, ফরিদ মাস্টার বাঘের মত এসে আমাকে ক্লাস থেকে টেনে বের করে, তোকে আমাকে এক সঙ্গে আমলকির ডাল দিয়ে পেটাতে শুরু করল? মনে নেই? সেই থেকে তোর সঙ্গে আমার ভাব? সেদিন দুজনে নদীর পাড়ে বসে গুড়ের নৌকোগুলো দেখলাম সারা বিকেল। হে হে, আমি ভুলিনি, তুই ভুলে গেছিস। আমি কিচ্ছু ভুলিনি।পাগল কি এত পুরনো কথা মনে রাখতে পারে? তোকে দেখেই সব পরিষ্কার মনে পারে গেল। তুই-ই বল, আমি পাগল ?

আমি হেসে বললাম, কি যে বলেন। আমার মুখ থেকে ফসকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, কি যে পাগলের মত বলেন, পরান ভাই ? সামলে নিয়ে তার হাত ধরে বললাম, কে বলল, আপনি পাগল?

সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ছাড়িয়ে, হাতের লাঠি বাতাসে সপাং করে বাজিয়ে, সেই লাঠি দিয়ে দূরে দোকান গুলোর দিকে দেখিয়ে পরান মস্টার বলল, ঐ ওরা বলে। আয় তুই আমার সঙ্গে আয়। তুই নিজেই শুনতে পাবি, ওরাই তোকে বলবে, আমি নাকি পাগল, আমার মাথা খারাপ।

আমাকে এতটুকু অবকাশ না দিয়ে পরান মাস্টার আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় একটা মিষ্টির দোকানে, সেখানে কতগুলো তরুণ বসে আড্ডা দিচ্ছিল, তাদের আমি চিনি না, হয়ত চেনাই, কিন্তু এই সাত বছরে তারা বালক থেকে যুবকে পরিণত হয়েছে বলে অচেনা ঠেকছে, তাদের সমুখে আমাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পরান মাস্টার যেন টেক্কা দিয়ে বলে উঠল, এই যে ইয়াংম্যানেরা, আমার বাল্য বন্ধু, আপনাদের চেয়ে অনেক জ্ঞানীগুণী, অনেক দেখেছে, দুনিয়া চষে ফেলেছে, এর সামনে বলুন দেখি, আমি পাগল?

BanglaBook.org

পরান মাস্টার অচিরে মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে জোক করল, আমার হিস্ট্রি শুনে আমাকে পাগল বলেন তো? এক বর্ণ বিশ্বাস করেন না? এই তো? আমার এই বাল্য বন্ধু হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করেছে শুনে, জানেন? সে আমাকে পাগল বলেনি।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। কখন কি হিস্ট্রি শুনলাম, আর কিসের ওপরই বা হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট আমার বিশ্বাস হলো, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হা হয়ে গেলাম। আমার এই প্রথম সত্যি সত্যি সন্দেহ হলো যে পরান মাস্টারের মাথা আসলে বিগড়েই গেছে।

তরুণদের একজন আমাকে প্রশ্ন করল, আপনি সব শুনেছেন?

আমি ঢোঁক গিললাম।

আরেকজন জানতে চাইল, সব বিশ্বাস করেছেন?

এবং আরেকজন আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঘোষণা করল, যদি বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে আপনিও একটি পাগল।

তরুণেরা সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল।

আমি তখন প্রতিবাদ করে বলে উঠলাম, আমি এখনো কিছুই শুনিনি, উনি আমাকে কিছুই বলেননি।

সঙ্গে সঙ্গে পরান মাস্টার আমার কাঁধ খামচে ধরে নিজের দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, ওহো হো, তোকে তো বলাই হয়নি। এই দ্যাখো, তুই তো এই মাত্র এসে নামলি। জানিস? এতজনকে বলিছি, এতবার বলিছি, যে আমার এখন মনেই থাকে না কাকে বলিছি, আর কাকে বলিনি। তুই এখন বাসায় যাবি তো? যা, খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নে, আমি ও বেলায় এসে তোকে সব বলব।

তরুণেরা আমার মুখভাব লক্ষ্য করতে থাকে কৌতুকভরা চোখে। আমি পরান মাস্টারকে বলি, আচ্ছা আচ্ছা, সে হবেখন। আমি আশাকরি যে, দোকান থেকে আমারই সঙ্গে পরান মাস্টারও বেরুবে, কিন্তু না, পরান মাস্টার তরুণদের পাশেই বসে পড়ল যে।

আমি বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলাম, পরান মাস্টার তরুণদের বলছে, এক কাপ চা খাওয়ান দেখি। পেছন ফিরে দেখি, পরান মাস্টার বেঞ্চের ওপর একটা পা তুলে হেলান দিয়ে বসেছে, আর এক তরুণ তাকে হাতের আধ খাওয়া সিগারেট দান করছে।

BanglaBook.org

৩

বিকেলে আমি পরান মাস্টারের কথা ভুলে গিয়াছিলাম, রাতে মনে পড়ল যে, সে কী একটা শোনাবার জন্যে আমার কাছে আসতে চেয়েছিল, সত্যি সে পাগল এবং ওটা পাগলের কথা মনে করে আমি ঘুমতে গেলাম। রাতে স্বপ্ন দেখলাম পরান মাস্টারকে। কাঁচা জিগার ডাল ভেঙ্গে সড়ক দিয়ে ধাওয়া করে যাচ্ছে সে, আর পুরো জলেশ্বরীর সবাই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে; দৃশ্যটা আমি দেখছি অনেক ওপর থেকে, শূন্যে ভাসমান অবস্থায়, কোনো বিমান থেকে নয়,

বিমান তো সচল, আমি যেন স্থির একটি পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে নিচের এই কাণ্ড কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করছি।

পরান মাস্টার হঠাৎ সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে উর্ধ্বমুখ হয়ে আমাকে বলল, ওখানে কি করছিস? নেমে আয়, নেমে আয়।

পরদিন, সারাদিনেও পরান মাস্টার এলো না। আমি যে তার অপেক্ষায় ছিলাম, তা নয়, অনেক দিন পরে দেশে ফিরেছি একজন যাকে সুস্থ বলে জানতাম তাকে পাগল দেখলাম, পল্লীর পরিকল্পনায় পাগলের উপস্থিতি তো আমরা জন্মসূত্রেই মেনে নিয়েছি; অতএব আমার কোনো বিশেষ কারণ নেই যে পরান মাস্টারকে নিয়ে ভাবব। তবে, গত রাতে ঐ স্বপ্নটা দেখে সামান্য কৌতুক বোধ করেছিলাম ভোর বেলায়; সারাদিনে আজ পরান মাস্টারের কথা মনে পড়ে থাকে তো, ঐ পর্যন্তই।

সকালে সাইকেল নিয়ে গোরস্তানে গেলাম, বাবার কবর জেয়ারত করলাম, কবরে বহু দিনের আগাছা, লোক ডেকে পরিষ্কার করালাম, আমার ছোট ভায়ের বৌ নানা রকম মাছ রান্না করেছিল, খেয়ে দেয়ে দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে বিকেল করলাম, সন্ধ্যে বেলায় নদীর পাড় দিয়ে খানিক হেঁটে এসে সিনেমা হলের সমুখে দাঁড়ালাম, পুরানো কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, হলের ম্যানেজারী করছেন এখন বুড়ো মনসুর ভাই, তিনি পেটপুরে পুরি আর জিলিপি খাওয়ালেন, বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে ন'টা হয়ে গেল। পল্লীতে রাত সাড়ে ন'টা অনেক রাত।

এই এত রাত্তিরে পরান মাস্টার এসে উপস্থিত।

আমাকে খেতে দেবার আয়োজন করছিল বৌমা, সে হাত গুটিয়ে বিশেষ বিরক্তি হয়ে বলল, পাগল আর আসবার সময় পেল না।

বারান্দায় ভাঙ্গা হেলনা বেঞ্চে সটান বসেছিল পরান মাস্টার, ভেতর থেকে আমি এসে দাঁড়াতেই আমার হাত টেনে পাশে বসিয়ে প্রশ্ন করল, তুই যে লণ্ডনে ছিলি, স্পেসশীপ দেখেছিস?

আমি আরো একবার আকাশ থেকে পড়লাম। স্পেসশীপ? নভোযান? মহাশূন্যে নভোচারীরা যায় যে যানে করে? ব্যাডমিন্টনের কর্কের মত দেখতে?

অবাক হয়েছি এতটা যে, আবার না শোনা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না ঠিক শুনেছি। বললাম, কি দেখেছি বললেন?

স্পেসশীপ, স্পেসশীপ। নিতান্ত বিরক্ত হয়ে পরান মাস্টার বলল, যেন সাইকেল টাইকেল জাতীয় সাধারণ একটা বস্তু আমি চিনতে পারছি না।

ও স্পেসশীপ? আমি নকল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, না দেখিনি তো।

দেখিসনি? বড় হতাশ হলো সে।

তবে ছবিতে দেখেছি।

ছবিতে? ছবি আর আসল কি এক কথা? আসল সে একেবারে আলাদা জিনিস। কথাটা বলে আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে পরান মাস্টার হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে আঁকি বুঁকি দিতে লাগল।

কেন? হঠাৎ স্পেসশীপের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন, পরান ভাই?

BanglaBook.org

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পরান মাস্টার আমাকেই একটা প্রশ্ন করল। তুই বিশ্বাস করিস যে, স্পেসশীপে করে পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে যাওয়া যায়?'

বাহ, বিশ্বাস না করবার কি আছে? আমেরিকা, রাশিয়া হরদম লোক পাঠাচ্ছে স্পেসশীপে করে। বিনা মানুষে স্পেসশীপ তো মঙ্গল গ্রহ, শনি গ্রহ ছাড়িয়ে টাড়িয়ে এখন সৌরজগৎ ছেড়ে অজানা অসীমের দিকে যাত্রা করেছে। স্বয়ং মানুষ স্পেসশীপে করে চাঁদে নেমেছে, সকলেই জানে; ঢাকায় টেলিভিশনে ছবি পর্যন্ত দেখিয়েছে, জ্যান্ত ছবি, চাঁদের বুকে মানুষ নামছে।

হু। চিন্তিত স্বরে অনুনাসিক ধ্বনি করে পরান মাস্টার কিছুক্ষণ মূর্তির মত বসে রইল।

আমি নির্ঘাত এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি, এবং বেশ বৈজ্ঞানিক পাগল, নভোযান আর মহাশূন্য ছাড়া দুশ্চিন্তা নেই।

মুখ তুলে পরান মাস্টার বলল, তুই শুনে অবাক হবি, অন্য কথা দূরে থাক, অন্য সৌরজগত তো পরের কথা, মানুষ যে চাঁদে নেমেছে এটাই জলেশ্বরীর কেউ বিশ্বাস করে না।

আমি মৃদু হাসলাম। এবং চমকে উঠলাম। গতরাতের স্বপ্নের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে আমার। অদ্ভুত যোগাযোগ তো? স্বপ্নে দেখলাম আমি নভোচারীর মত আকাশে, নিচে পরান মাস্টার আমাকে নেমে আসতে বলছে, আর আজ এই রাতের প্রথম প্রহরে পরান মস্টার আমাকে মহাশূন্য বিষয়ে প্রশ্ন করছে?

পরান মাস্টার বলল, তুই অনেক লেখাপড়া করেছিস, বিলেত আমেরিকা ঘুরেছিস, তুই যত সহজে বিশ্বাস করেছিস, জলেশ্বরীর কারো পক্ষে বিশ্বাস করাটা তত সহজ না। এখানে কুতুব শাহের মাজারের খাদিম, তিনি এক হ্যাণ্ডবিল ছেপে বিলি করেছিলেন সেই চাঁদে মানুষ নামবার সময়।

কিসের হ্যাণ্ডবিল?'

মহামূর্খের প্রলাপ। খাদিম সাহেবের কথা হচ্ছে, ঐ যে চাঁদে নামবার ছবি দেখান হয়েছে, ওটা আসলে সাহারা মরুভূমিতে তোলা ছবি, সাহেবরা গোপনে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই ভাঁওতা দিয়েছে।

আমার মনে পড়ে যায়; আমি বললাম, হ্যাঁ,ঢাকাতেও তখন কেউ কেউ ওরকম একটা কথা বলেছিল বটে; বলেছিল, যে চাঁদ নবীজীর আঙুলের ইশারায় দুটুকরো হয়ে গিয়েছিল, সেই চাঁদে মানুষ নামতে পারে না।

খি খি করে কিছুক্ষণ হাসল পরান মাস্টার; সে হাসির প্রসঙ্গ সঠিক বোঝা গেল না; এবং আমি পাগল সাব্যস্ত করে সে হাসিকে আমল দিলাম না। অচিরে পরান মাস্টার প্রশ্ন করল, তুই তো অনেক জানিস, এটা জানিস তো, যে এই পৃথিবী ছাড়াও আরো অনেক পৃথিবী আছে?

হ্যাঁ, আছে, আছে বৈকি।

সেইসব পৃথিবীর সূর্য আলাদা, আবহাওয়া আলাদা, সেখানে আমাদের মত প্রাণী আছে? মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব আছে তুই জানিস?

হেসে উঠে বললাম, আচ্ছা পরান ভাই, এ সব আমি কি চোখে দেখে এসেছি যে আপনাকে বলতে পারব? বিলেত তো আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নয় যে, বিলেত ফেরত বলেই ব্রহ্মাণ্ডের চোখে দেখা হাল তোমাকে দিতে পারব?

BanglaBook.org

পরান মাস্টার ক্ষেপে গিয়ে বলল, তুই জানিস কি না, তাই জিজ্ঞেস করছি। আমি তো জানিই তুই সেখানে যাসনি, তুই কেন এ পৃথিবীর কেউই সেখানে আজ পর্যন্ত যায়নি, এক আমি ছাড়া।

আপনারা শুনলেন? অন্য কোনো সূর্যের অন্য কোনো পৃথিবীতে নাকি এই মাটির পৃথিবী থেকে এ পর্যন্ত একমাত্র তিনিই গিয়েছেন; এবং সেখান থেকে যে তিনি ফিরেও এসেছেন তার প্রমাণ তো জ্বলজ্ব্যান্ত আমার সমুখেই এখন বসে আছেন।

আপনাদের মনে পড়বে যে, এর আগে তার কথা শুনে আমি বার দুয়েক আকাশ থেকে পড়ে ছিলাম, বার বার তো আর পড়া যায় না?— অতএব, আমি এ বার মাটির ওপরেই রয়ে গেলাম। পরান মাস্টার যেন জলেশ্বরী থেকে ঢাকা যাবার কথা বলেছে, আমি সেই রকম জ্ঞানে তার বক্তব্যটি গ্রহণ করলাম।

বললাম, কবে গিয়েছিলেন, পরান ভাই?

হবে, সব হবে, সব বলব। তোকে বলব বলেই তো এসেছি। আমি জানি তুই অন্তত বিশ্বাস করবি। গোড়াতেই তোকে যদি পেতাম, ফিরে আসবার পরপরই, তাহলে এই সারা টাউনের মূর্খগুলোর থোতা মুখ ভোতা করে দিতে পারতাম দুজনে মিলে। আমাকে একা পেয়ে পাগল টাগল যা খুশি এত দিন বলেছে, জানিস?

তাই নাকি?

হাঁ, সেইজন্যেই তো পুরোটা আর ওদের বলা হয়নি, অর্ধেকের একটু বেশি বলা হয়েছিল, তাতেই আমাকে পাগল বলেছে, পুরোটা বললে তো ওরা নিজেরাই পাগল হয়ে যেত।

তাহলে পুরোটা না বলে ভালই করেছেন, পরান ভাই। এত গুলো মানুষকে পাগল বানানো কি আপনার উচিত হতো?

হুঁ, মন্দ বলিসনি।

পরান মাস্টার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। এর ভেতরে বৌমা একবার লোক পাঠাল আমার খোঁজ নিতে। একটু পরে আসছি বলে তাকে বিদায় করলাম। পরান মাস্টারের জন্য আমার খুব মায়া করছে এখন, কি করে তাকে বলি যে, আপনি এখন যান? তার চোখ দিয়েই বা হঠাৎ ঝরঝর করে পানি পড়ছে কেন, তাও বুঝতে পারলাম না; নিঃশব্দে চোখ মুছছে, আবার চোখ ভরে উঠছে তার। আমি পরান মাস্টারের কাঁধে হাত রাখলাম।

পরান ভাই, ও পরান ভাই, কি হলো? আহা, পাগল বললেই তো আর আপনি পাগল হয়ে গেলেন না, যে কাঁদছেন?

আমি কি আর আমার জন্য কাঁদছি রে?

কার জন্যে সে কাঁদছে, আর জিগ্যেস করতে সাহস হলো না, আমি তার কাঁধে হাত রেখেই বসে রইলাম।

অচিরেই পরান মাস্টার আবার আমাকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা তুই এসব বিশ্বাস করিস তো?

আপনার যাওয়ার ব্যাপারটা তো?

না, না। জিজ্ঞেস করছি, তুই অন্য সূর্যের অন্য কোনো গ্রহে আমাদেরই মত অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করিস তো?

BanglaBook.org

আমার নিজেরই কেমন সন্দেহ হয়, আমিই পাগল হয়ে যাচ্ছি কি না? পরান মাস্টার এত গুছিয়ে, পরিষ্কার করে অমন দীর্ঘ প্রশ্নটি করতে পারল, তাকে আমি পাগল মনে করি কি করে, যদি আমি নিজে পাগল না হই?

নাহ, মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি।

কেন করিস ?

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, তাই বিশ্বাস করি।

বৈজ্ঞানিকরা বললেই তুই বিশ্বাস করবি?

তাদের বহু কথাই তো চোখে না দেখে, হাতে কলমে প্রমাণ না পেয়েও আমরা বিশ্বাস করি। তাঁরা বলেন, এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি সূর্য আছে, আমরা দূর থেকে যাদের তারা বলে জানি, সেইসব সূর্যের ভেতরে একমাত্র আমাদের সূর্যেরই গ্রহ আছে, আর আমাদের সূর্যেরই একটা গ্রহ এই পৃথিবীতে মানুষ নামে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, এটা হতে পারে না; মানুষ যদি তা মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে মানুষ নিতান্ত কুয়োর ব্যাঙ ছাড়া আর কিছুই নয়, কুয়োর বাইরে পৃথিবী আছে, বা আর কোনো ব্যাঙ আছে সে ভাবতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অন্তত কয়েক কোটি সূর্যের নিজস্ব গ্রহ আছে, আর তার ভেতর এমন লাখ লাখ গ্রহ অবশ্যই আছে যেখানে প্রাণের বিকাশ হবার মত পরিস্থিতি আছে, আসলে, সেখানে প্রাণী আছে, কোনো কোনো গ্রহের প্রাণী আমাদের চেয়েও অনেক উন্নত, অনেক অগ্রসর।

ভেতর থেকে বৌমা লন্ঠন পাঠায়, সে ধরেই নিয়েছে যে আমার উঠতে দেরি হবে, অতএব আমাকে অন্ধকারে থাকতে দেয়াটা তার পক্ষে বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে। লন্ঠনের সঙ্গে চা-ও এসে যায়।

লন্ঠনের আলোয় দেখতে পেলাম, পরান মাস্টার খুব প্রশংসা নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সুড়ুৎ করে চায়ে চুমুক দিয়ে পরান মাস্টার বলল, দ্যাখ, লেখাপড়ার গুণটা তুই দ্যাখ। যে কথা তুই গড়গড় করে বলে গেলি, পড়েছিস বলেই না বলতে পারলি? এখানে সব ছোঁড়া সারাদিন টি-টি করে বেড়াবে, চায়ের দোকানে আড্ডা মারবে আর প্রেম করে বেড়াবে, পড়াশোনা করবার, দুনিয়ার খোঁজ খবর নেবার সময় আছে তাদের?

প্রসঙ্গটি দুনিয়ার নয়, দুনিয়ার একেবারে বাইরের, এমনকি অনেকের কাছে সুস্থ মস্তিষ্কেরও বাইরের ব্যাপার। আমি চুপ করে রইলাম।

পরান মাস্টার নতুন একটি প্রশ্ন এবার করে বসল।

আচ্ছা, তুই কি বিশ্বাস করিস যে, অন্য সূর্যের কোনো গ্রহ থেকে অন্য জাতের সেইসব বুদ্ধিমান প্রাণী, তুই বললি যাদের অনেকেই আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত, তারা স্পেসশীপ নিয়ে আমাদের পৃথিবীতে এসেছে?

কে বলবে, পাগলের সঙ্গে আলাপ করছি? রীতিমত নভোবিজ্ঞান নিয়ে কথা হচ্ছে আমাদের। আমিও কখন ভুলে গেছি, প্রথম দিনকার সেই পাগলের সঙ্গে পাগল সেজে কথা চালিয়ে যাবার ব্যাপারটা।

BanglaBook.org

আমি বললাম, সত্যি কথা বলব, পরান ভাই? আমার কখনো বিশ্বাস হয়, কখনো হয় না।

আমার কথার শেষভাগটুকু দূর দূর করে উড়িয়ে দিয়ে পরান মাস্টার বলল, বিশ্বাস না হবার কথাটা ছেড়ে দে; আমার কথাটা যখন শুনবি তখন আর দোমনা থাকবে না তোর। তুই শুধু বল বিশ্বাস যদি করিস তো কেন করিস?

কি উত্তর দেব মাথার ভেতরে হাতড়াতে থাকি আমি।

বিলেতে প্রচুর বই বেরিয়েছে এ বিষয়ে, তার খানকতক আমি পড়েছি; প্রথম একখানা বই পড়ে নেশা লেগে যায়, খুঁজে খুঁজে আরো কয়েকখানা যোগাড় করেছিলাম, আমার মনে পড়ে গেল।

সবগুলো বই বাইবেল থেকে কিছু কিছু বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয়া; প্রাচীন কিছু গাথা ও পুরাণ কথা তুলে ধরে অতীতকালের কিছু নকশা, স্তম্ভ, নির্মাণ ইত্যাদির ফটো ছেপে দেয় এবং বলতে চায় এসবের ভেতরেই প্রমাণ লুকিয়ে আছে যে, একদা এই পৃথিবীতে অন্য সূর্যের অন্য গ্রহের উন্নত প্রাণীরা এসেছিল।

আমার এখন মৃদু বিস্ময় হলো এই ভেবে যে, জলেশ্বরীর মত সুদূর মফস্বল বলে ইস্কুলের একজন শিক্ষক কি করে ঐ বইগুলো পেল? আর যদিও তা পেয়ে থাকে, তার সামান্য ইংরেজি বিদ্যায় বইগুলোর মর্মোদ্ধার করল কিভাবে?

আমি জিগ্যেসই করে ফেললাম, আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

পরান মাস্টার স্মিত হয়ে উঠল, এবং আমি মনে মনে বললাম—এই সেরেছে, এটা কি প্রশ্ন করলাম? এক্ষুণি তো উত্তর হবে যে, বললাম না তোকে, আমি গিয়েছিলাম, সেই নতুন গ্রহে, সেখানে শুনে এসেছি।

না, পরান মাস্টার নির্মল হেসে উত্তর দিল, বিলেতে গিয়েছিস, ইংরেজি কেতাব পরেছিস, আর আমাদের একেবারে গেঁয়ো ঠাউরে বসে আছিস, না? তোর ঐ সায়েবদেরই লেখা বই বাংলাতেও এখন পাওয়া যায়, কষ্ট করে পড়লেই জানা যায়। সব শুনলে বুঝবি। ভাষাটাও কোনো ব্যাপারে নয়। ভাষা তো মানুষেরই তৈরি একটা জিনিস। ওটা কোনো বাঁধাই নয়।

তবে আমি বই পড়ে শুধু নয়, অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। শেষ বাক্যটি পরান মাস্টার হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

অতএব আমাকে তার প্রশ্নের উত্তর এখন দিতেই হয়। আমি বললাম, বিশ্বাস এই জন্যে করি পরান ভাই যে, কোথায় যেন পড়েছিলাম, খুব বড় একজন লেখকের কথা, কথাটা এই, মানুষ যা কল্পনা করে তা যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন, সম্ভবপরতা ছাড়িয়ে কিন্তু মানুষ কিছুই কল্পনা করতে পারে না। মানুষের কল্পনা আজ সত্য না হলেও কাল হবেই হবে, কিম্বা অতীতে তা সত্য হয়েছে আমরা ভুলে গেছি।

পরান মাস্টার আমার হাতে চাপড় দিয়ে বলল, তোকে আমি দেখেই বুঝেছি, আমার কথা তোর বিশ্বাস হবেই হবে, সেই জন্যে তো ইস্টিশানে দেখেই হাত ধরে টান দিয়েছিলাম রে। তোকে আমি সব বলছি। ওদের যেটুকু বলিনি, তাও বলছি। একেবারে গোড়া থেকে না বললে তুই বুঝতে পারবি না।

BanglaBook.org

এখুনি শুরু হবে নাকি পাগলের পাঁচালি? এ তো ভাল বিপদে পড়া গেল। ওদিকে ভেতরে আমার ভাত নিয়ে বসে আছে বৌমা, ছেলেমানুষ, তার কষ্ট হচ্ছে। আমি বড় চঞ্চল হয়ে পড়লাম। বোধ হয় সেটা টের পেয়েই পরান মাস্টার এখন আমার হাঁটুর ওপর নিজের দু'হাত চেপে ধরে ঘুরে বসল, যেন আর উঠে যেতে না পারি। তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে পরান মাস্টার বলল, আমার বীথিপৃ যাওয়ার শুরু কিভাবে শোন।

শব্দটা ঠিক ধরতে না পেরে আমি প্রতিধ্বনি করলাম, বীথিপৃ?

ওহো, তোর তো এখনো জানবার কথা নয়। আমি যে গ্রহে গিয়েছিলাম, তার নামই বীথিপৃ। নুভা নামে এক সূর্য, তারই একটি গ্রহ। সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। কৃষ্ণ পক্ষের রাত। সারা দুনিয়ার এত সভ্য দেশ থাকতে এই বাংলাদেশে, আর এই বাংলাদেশেও এত জায়গা থাকতে এই জলেশ্বরীতে, তাও আমার মত পুওরেস্ট অব দি পুওর এক ইস্কুল টিচারের ভাঙ্গা বাড়ির পেছনে বীথিপৃ স্পেসশীপ নিয়ে ষ্যনুম এসে নেমেছে।

ষ্যনুম?

আমার হাঁটুতে চাপড় দিয়ে পরান মাস্টার বলল, বীথিপৃর অধিবাসী। ওদের ঐ নাম। এত প্রশ্ন করিস না। চুপচাপ শুনে যা।

৪

চারদিন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। জ্যোৎস্না থাকলে না হয় ঘরের ভাঙ্গা চাল দিয়ে এক আধটু আলো এসে পরত। কৃষ্ণপক্ষের রাত। ঘুম ভেঙ্গে চোখে আর কিছু ঠাহর পাই না। কানের ভেতরেও হঠাৎ কি রকম একটা ভোঁ ভোঁ করছে, কানেও কিছু শুনতে পাই না। শেষ রাতে ঘুম তো আর নতুন ভাঙ্গল না? কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ, শেষ রাতে একবার আমাকে উঠে বাইরে যেতেই হয়। এ বরাবরের ব্যাপারে। আজো উঠেছি কিন্তু আজ যেন অন্য রকম লাগছে। বেগটা আছে অথচ নেই। উঠতে ইচ্ছে করছে অথচ ঠিক উঠতে পারছি না। বুকের ওপর কেমন একটু চাপ নিঃশ্বাসটা গরম। জ্বর নাকি? না। হাত দিয়ে দেখি কপাল ঠাণ্ডা হাত পা ঠাণ্ডা একেবারে ভাল মানুষের মত। অথচ একটা তাপ অনুভব করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হলো, তাপটা ঠিক আমার শরীরের ভেতরে নয়, বাইরে কোথাও; যেন কাছেই একটা উনুন জ্বলছে গনগন করে।

উনুনের কথাটা মনে আসতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে আমি হেসে ফেললাম। সারাদিন খাওয়া হয়নি, সেই ভোরে এক মুঠো পান্তা পেটে পড়েছিল, ব্যস আর কিছু না; আমার বৌ চান বড়ু ছেলেমেয়েদের থেকে কেটে রাতে দু'মুঠো খেতে বলেছিল, আমি দেহটা ভাল নেই বলে উপোস দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। এখন বুঝতে পারলাম এ হচ্ছে ক্ষুধার কাণ্ড। উনুনে হাঁড়ি চড়াতে পারি না, উনুনের তাপ পাচ্ছি।

জোর করে বিছানা থেকে উঠে বসলাম।

BanglaBook.org

একটাই মাত্র ঘর, সেই ঘরে এখনো কোনো রকমে আমার বিশ বছরের পুরোন চৌকিটা টিকে আছে, আর আমিও এখনো সেই চৌকিতেই রাতে শরীর ছেড়ে দিই। চৌকির ঠিক নিচেই মাটির ওপরে মাদুর বিছিয়ে শোয় চান বড়ু আর তিন মেয়ে, দরোজার ওদিকটায় আমার দুই ছেলে। সন্ধ্যেবেলায় বাতি দেখিয়েই আলো নিভিয়ে ফেলা হয়, তা আজ প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল, বাতির তেলের চেয়ে হাঁড়ির জন্যে চাল কেনাটা বেশি দরকার। ভবিষৎ যার অন্ধকার, রাতের অন্ধকার দূর করা না করা তার কাছে সমান কথা।

সে যাক। এ সব কথা এখানেও কিছু না, ওখানেও কিছু না। আসল কথা, এই অন্ধকারে কাউকে না মাড়িয়ে দরোজা খুলে বাইরে যাওয়াটা রীতিমত ম্যাজিক। এ পর্যন্ত একবার বাইরে যাবার সময়, স্টেজে একই খেলা দেখাতে গিয়েও ম্যাজিশিয়ানদের মত প্রতিবারই বুক কেঁপে ওঠে। আজ মনে করলাম, শরীর যে রকম খারাপ বোধ হচ্ছে, কারো ঘাড়ে না পা দিয়ে বসি। একবার ভাবলাম সাড়া দিয়ে বেরোই; কিন্তু চান বড়ুর মুখখানা মনে করে মায়া হলো—সারাদিন পরে নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমুচ্ছে, যতক্ষণ ঘুমিয়ে আছে ততক্ষণই জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, ক্ষুধার বোধশক্তিও নেই। থাক।

আজও সেই ম্যাজিক পার করে দিলাম, কারো গায়ে পা না ঠেকিয়ে অন্ধকারের ভেতরেও চমৎকার বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঘরের পেছনে বসবার জন্যে যাব, দক্ষিণ একটা বাঁক নিয়েছি হঠাৎ মনে হলো কি একটা শব্দ—খুট খস; হিসস। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়লাম,কিন্তু কান খাড়া করবার সঙ্গে সঙ্গে কানের ভেতরে আবার সেই ভোঁ ভোঁ শব্দটা হতে লাগল। চোখ যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে সমুখের দিকে তাকালাম, দূরে ঝোপের ভেতরে অথবা পেছনে, মনে হলো অন্ধকারের ভেতর খানিকটা জায়গা একটু বেশি অন্ধকার। যেন, গাঢ় রঙের ওপর গাঢ়তর রঙের একটা ছোপ।

মনে হলে, পায়ের শব্দ যেন।

কে? আমি ডেকে উঠলাম।

কেউ সাড়া দিল না।

এগোতে গেলাম পা উঠল না।

যেন পক্ষাঘাতে অচল হয়ে গেছে পা।

আমার হাত হঠাৎ পাথরের মত কেবল ভারিই বোধ হলো না, সেই সঙ্গে মনে হলো জীবন্ত দেহের অঙ্গ নয়, কাঠের হাত।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছি। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম বলতে পারব না, হঠাৎ দেখি অন্ধকারের ভেতরে গাঢ় সেই অন্ধকারটুকু আর নেই, যেন আদপেই কখনো ছিল না, কানের ভেতরে ভোঁ ভোঁ শব্দটাও বেমালুম পরিষ্কার এখন, পা আবার তুলতে পারছি, হাত আবার নিজেরই হাত বলে বোধ করছি, নতুনের ভেতরে এই মাত্র যে, অতি ক্ষীণ একটা পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগছে।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে উজির আর নাজিরকে ডেকে তুললাম; সঙ্গে সঙ্গে তারা হাঁকডাক করে বেরিয়ে পড়ল; ঘরের আদাড়ে বাদাড়ে তারা সন্ধান করতে লাগল, চান বড়ু ঘুম থেকে উঠে পড়েছে ততক্ষণে, সে চেঁচাতে লাগল—ছেলে দুটো না চোর খুঁজতে গিয়ে সাপ

BanglaBook.org

খোপের হাতে প্রাণ দেয়, তার সে চেঁচানি শুনে মেয়ে তিনটিও উঠে পড়ল। সে এক তুমুল কাণ্ড। এর মধ্যে গুলী আবার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। গুলী আমার ছোট মেয়ে। বড় দুটির নাম, দুলি আর পুলি, একাত্তরে যখন আরেকটা মেয়ে হলো আগের সঙ্গে মিলিয়ে নাম আর মাথায় এলো না, চারদিকে গুলী গোলা, চান বড়ু মেয়ে কোলে করে থর থর করে কাঁপছে, বড় ছেলে উজির একদিন ঘোষণা করল, তার নতুন বোনটির নাম 'গুলি'। আমরা প্রথমে হাঁ হাঁ করে উঠেছিলাম, এ কি ধরনের রসিকতা? —কিন্তু শেষ অবধি সেই নামটাই দেখি টিকে গেল। সেই গুলী। এখন পা মেলে কাঁদতে শুরু করল তারস্বরে এবং উজির বাইরে থেকে ফিরে এসে অন্ধকারে আন্দাজ নিয়ে, গুলীর গালে চড় কষিয়ে বলল, চোপ, দুদিন বাদে তোর জন্যে যখন লোকে এসে বেড়া নাড়া দেবে, তখন কাঁদিস।

বুঝলাম, উজির সন্দেহ করছে টাউনের কোনো নষ্ট ছেলে দুলি অথবা ফুলির জন্যে শেষ রাতে ঘুর ঘুর করছিল।

চান বড়ু বলল, চোরও তো হতে পারে।

নাজির এতক্ষণ চুপ করেছিল, অন্ধকারে তার ধমক শোনা গেল, হ্যাঁহ, চোর। চোর আসবে তোমার ভাঙ্গা কপাল চুরি করতে। চুরি করবার মত আছে কি যে চুরি করবে? অভাবের ঘরে যার মুখে যা আসে তাই বলে; যখন যার যে মেজাজ হয়, রাখ ঢাক নেই, উগরে দেয়। বাপ হয়ে আমার শাসন করবার কথা উজিরকে গুলীর গালে অহেতুক চড় মারবার জন্যে; নাজিরকে—আপন জননীকে তাড়া দেবার জন্যে; তার বদলে আমি আমতা আমতা করে শান্তি ফেরাবার চেষ্টা করলাম এই বলে, যে, হয়ত আমারই মনের ভুল, আসলে কিছু না।

বললাম মনের ভুল, কিন্তু সারাদিন আমার মন থেকে শেষ রাতের সেই কয়েক মুহূর্তের অদ্ভুত ধাক্কাটা বিদায় নিল না। কাউকে কিছু বললাম না, এমন কি চান বড়ুকেও কিছু জানালাম না, মনে মনে স্থির করলাম—আজ রাতে জেগে থাকব, মটকা মেরে পড়ে থাকব, দেখব—ব্যাপারখানা কি?

আমার ভেতর থেকে কে যেন ফিসফিস করে বলছিল, জেগে থেকো, জেগে থেকো। আমার কানের ভেতরে থেকে থেকে ভোঁ ভোঁ ধ্বনির স্মৃতি ফিরে আসছিল। চোখের ভেতরে সেই অন্ধকারের ভেতরে গাঢ় অন্ধকারটুকু ক্রমশ সাহেবদের শোলা হ্যাটের আকার ধারণ করছিল—বিশালা এক শোলা হ্যাট। বৃটিশ আমলে পাটের দালাল, দারোগা আর রাজ কর্মচারীরা সে রকম হ্যাট পরত—অবিকল সেই জিনিস। এসব আমি সারাদিন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, এবং পরে বুঝেছি —এসব আমার মনে আমার সিদ্ধান্তে গড়ে ওঠেনি, বীথিপুর ষ্যনুমেরা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে অনুভূতি গুলো পাঠিয়ে চলেছিল।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, আমি জেগে রইলাম, ফুলি কোথা থেকে কিছু চাল আর একটা লাউ এনেছিল, আমরা কোনো প্রশ্ন করিনি, এমনকি উজিরও নীরব ছিল; দুপুরে লাউ ভাতের খাঁট পেট পুরে খাওয়া হয়েছিল সবার, রাতের চমৎকার ঘুম এসেছে ছেলে মেয়েদের; চান বড়ু তো আহারে অনাহারে বিছানায় কাত হলেই জাগ্রত জগৎ পায়; ভেবেছিলাম যে উজির নাজির আজ রাতে জেগে থাকবে নষ্ট ছেলেদের হাতেনাতে ধরে ফেলবার জন্যে, আমি কেন জানি মনের ভেতরে প্রার্থনা করে চলেছিলাম—উজির নাজির যেন জেগে না থাকে; আমার প্রার্থনা আল্লাহ

BanglaBook.org

শুনেছেন; সকলেই ঘুমে, আমি জেগে, যেন আমি কারো অথবা কোনো কিছুর অপেক্ষায় আছি, যেন আমাকে অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়েছে। আমি একাকী অপেক্ষা করছি নির্ধারিত সময়ের অগ্রসর হয়ে আসবার জন্যে।

শুধুই কি সময়ের অগ্রসর হয়ে আসবার জন্যে?

পরে জেনেছি বীথিপুর ষ্যনুমেরা আমাকে অপেক্ষমান রেখেছিল তাদের জন্যে।

রাত এখন কত, জানি না; শুধু জানি, এই হচ্ছে সেই মুহূর্ত। বেরুবার কোনো বেগ অনুভব করলাম না, শুধু মনে হলো যে আমাকে এখন বাইরে বেরুতে হবে। আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম কারো গায়ে পা না মাড়িয়ে, সেই আগের মতই, আরো একবার। দরোজা ভেজিয়ে, সেই অন্যান্য রাতের মতই আমি দক্ষিণ বাঁক নিলাম ঘরের পেছনে যাবার জন্যে। বাঁক নিয়ে, সেই গত রাতের মতই আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং বিশাল সেই শোলা হ্যাটটি দেখতে পেলাম, গতরাতের মতই অন্ধকারে গাঢ়তর অন্ধকার একটি ছোপ।

খুট, খস, হিসস।

আজ আমার বুক হিম হয়ে গেল না।

কানের ভেতরে সেই ভোঁ ভোঁ শব্দ।

আজ আমার উৎকণ্ঠা হলো না।

আমি পা বাড়ালাম, আমি আজ পা বাড়াতে পারলাম।

আমি হাত প্রসারিত করলাম, আমি আজ হাত আমার জীবন্ত দেহের অঙ্গ বলেই অনুভব করতে পারলাম।

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই আমি দেখতে পেলাম শোলা হ্যাটের আকৃতি ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল চিকন ও তীব্র সবুজ রঙের আলোয়। আমি দেখলাম, শোলা হ্যাটের ওপরের দিকে বাতাস চলাচলের জন্যে যেমন দুটো ছিদ্র থাকে তেমনি দুটো ছিদ্র আলো হয়ে ফুটে উঠল চাপা কমলা রঙের ফুলকির মত। অচিরে সেই কমলা আলো আমার সমুখের পথ আলোকিত করে তুলল, যেন কেউ আমাকে পথ দেখিয়ে নেবার জন্যে সহানুভূতিশীল হয়ে প্রায় খরচ হয়ে যাওয়া ব্যাটারির আলো জ্বেলে ধরল।

প্রায় হাত দশেকের ভেতরে এসে গেছি। হঠাৎ একটি ধাক্কা খেলাম, অথচ সমুখে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। আমার বোধ হলো যেন একটা কাঁচের দেয়ালের সঙ্গে টক্কর খেয়েছি। আমার হাত দুটো সেই অদৃশ্য দেয়াল অনুভব করবার জন্যে সমুখে প্রসারিত হলো; হাত দিয়ে ঠিকই অনুভব করতে পারছি কঠিন মসৃণতা, কিন্তু চোখে কিছুই পড়ছে না। কয়েক পা পিছিয়ে এসে বিহ্বল ও বিমূঢ় আমি তখন স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

টুক করে কমলা আলো নিভে গেল।

অত্যন্ত ধীরে হ্যাটের চারপাশের সবুজ আলো মরে ছাই হয়ে গেল।

আমার খুব কাছে, একেবারে কানের ভেতরে, কে যেন খুব সুরেলা গলায় অদ্ভুত এক ভাষায় বলে উঠল, 'মতগস্বা; কক্ষশি বহেসা।' আমি এর এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না।

আমি বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করতে গেলাম, হতভম্ব হয়ে গেলাম যখন উচ্চারিত হতে শুনলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই ভাষায় আমার প্রশ্ন, 'রাকা? রাকা নেখাও?' আমার নিজেরই কণ্ঠে।

BanglaBook.org

এ কি দুঃস্বপ্ন? আমি নিজেই কি আমি আর নই?

আমার সমুখে বিশাল শোলা হ্যাটের গায়ে হঠাৎ দরোজার মত চৌকো আলো কেটে বেরুল; হ্যাঁ, দরোজাই; স্পষ্ট দেখলাম রূপার মত চকচকে একটি ছোট সিঁড়ি নিঃশব্দে নেমে এলো দরোজার ভেতর থেকে, আর আমাকে কি একটা অদৃশ্য শক্তি এখন আকর্ষণ করে নিতে লাগল সেই সিঁড়ির দিকে।

আমার তখনো মনে আছে যে কাঁচের দেয়ালে বাধা পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম একটু আগেই, এখনো আমি অদৃশ্য আকর্ষণে এগিয়ে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আমার শঙ্কা হলো আবার না ধাক্কা খাই।

না। আমি স্বচ্ছন্দে পার হয়ে গেলাম। মনে হলো সেই কাঁচ এখন গলিত পর্দার মত, আমি ভেদ করে অপর পারে পৌঁছে গেলাম, পেছনে আবার কঠিন হয়ে গেল কাঁচের দেয়াল। অন্তরাল থেকে আবার আমাকে সুরেলা গলায় কেউ সম্বোধন করল, মতগস্বা, কক্ষশি বহেসা। কিন্তু এবার এক বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, বাক্যটি বুঝতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। আমি আমার কানের ভেতর স্পষ্ট বাংলায় শুনতে পেলাম 'স্বাগতম শিক্ষক সাহেব।'

এবং অবার যখন আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে গেলাম, 'কারা? কারা ওখানে? আমি নিজের কানেই শুনতে পেলাম আমি উচ্চারণ করছি, 'রাকা? রাকা? নেখাও?

শোলা হ্যাটের আলোকিত দরোজা, চকচকে সিঁড়ি; আমি একেবারে সিঁড়ির ধাপের কাছে এখন, পা রাখব কি রাখব না; ইতস্ততঃ করছি, সুরেলা সেই কণ্ঠ এবার আমাকে অভয় দিল, 'কাংশ ইনে, টকনি নহো।'

আমি সিঁড়িতে পা দেবার আগে নিঃসংশয় হবার জন্যে জানতে চাইলাম, রেতভে?

উত্তর হলো, 'তভী নচ্ছেহ নকে?'

না, আমি আর ভীত নই, মন্ত্র বলে আমার সমস্ত ভয় যেন চলে গেছে, আমি সিঁড়িতে পা রাখলাম। পৃথিবীর কোনো জীবিত মানুষের যে অভিজ্ঞতা আজ পর্যন্ত হয়নি, যে দৃশ্য কেউ কখনো চোখে দেখেনি, আমি তাই দেখলাম, আমি সেই অভিজ্ঞতার ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমি বীথিপ্র স্পেসশীপে পা দিয়ে একজন য্যনুমকে দেখতে পেলাম। তার যেখানে মুখ থাকবার কথা, সেখানে চকচক করছে নীলাভ কাঁচ দিয়ে তৈরি একটি ফুটবল, সেই ফুটবলের ভেতর থেকে দুটি স্মিত চোখ, রূপার নরোম সুতোয় তৈরী জামা দিয়ে তার সর্ব অঙ্গ ঢাকা, সে টলমলে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরল, তার স্পর্শ একই সঙ্গে কঠিন ও কোমল, স্নিগ্ধ এবং তপযুক্ত। আমি বোধ হয় তখনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

BanglaBook.org

৫

তারপর?

পরান মাস্টার আমার হাঁটুতে চাপড় দিয়ে সোৎসাহে কি বলতে যাচ্ছিল, ভেতর থেকে আমার বৌমা স্বয়ং এসে হাজির হলো।

আজ আর খাওয়া দাওয়া হবে না, দাদা?

বুঝলাম, ধৈর্যশীলার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে; তার গলার স্বর লক্ষ্য করে টের পেলাম পাগলকে তিনি নিজেই তাড়িয়ে দেবার জন্যে পণ করে বেরিয়েছেন।

পরান মাস্টার আফসোস করে উঠল, এ হে হে, তোর খাওয়া হয়নি বুঝি? ছি ছি, কি কাণ্ড। আমি মনে করলাম, বিলেতের মানুষ, সন্ধ্যে রাতেই ডিনার ফিনার করে রেডি; তাই তো রাত করে এলাম দেখা করতে। কি কাণ্ড। এখনো দেখি বাঙ্গালীই রয়ে গেছিস।

বললাম, বিলেতে গেলেই কি আর বিলেতি হয়ে যায়, পরান ভাই?

তার উত্তর, অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে, হয়, অনেকে হয়। অনেকে বিলেত না গিয়েও বিলেতি হয়।

বৌমা বলল, মাস্টার সাব, আজ আপনি আসুন।

সরাসরি লোকটাকে এভাবে বিদায় দেওয়াটা আমার কাছে বড় আপত্তিকর মনে হলো প্রথমে, পর মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম যে পাগলের সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলাই দস্তুর। বাংলাদেশে লোকে সুস্থ মানুষের সঙ্গেই ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলে— এটাই নিয়ম।

তবু আমি না বলে পারলাম না, আহা, বৌমা, উনিও বোধ হয় খাননি, আবার সে বাড়ি যাবেন; খাবেন; আমাদের না হয় এক সঙ্গেই দুটি দিয়ে দাও। পরান ভাই, আপনি খেয়ে দেয়ে যান।

খাব? পরান মাস্টার ইতস্ততঃ করল কিছুক্ষণ, তারপর হাত কচলাতে কচলাতে বৌমাকে বলল, তা বৌমা যখন খেতেই দেবে, আর একটু দয়া করো না? একটা কলাপাতা টাতায় ধরে দাও, বাড়ি নিয়ে গিয়েই খাই। আমার দিকে ফিরে বলল, মাইণ্ড করিস না। বলেই সে অপ্রতিভ হয়ে হাসতে লাগল আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে।

ভেতরে এসে বৌমাকে বললাম, দুটো বেশি করেই দিও। বৌমাকে আর বলে দিতে হবে না সে জানে পরান মাস্টারের অবস্থা; তাকে একজনের খাবার দিয়ে বিদায় করা যায় না। নিঃশব্দ বিরক্তি নিয়ে বৌমা সব বেঁধেছেঁদে দিতে লাগল, আমি আশে পাশে অপরাধীর মত পায়চারি করতে থাকলাম।

তারপর নিজেই গিয়েই পরান মাস্টারের হাতে তুলে দিলেন খাবার জড়ানো পাতার পোঁটলা। খাবার হাতে পেয়ে বড় আনন্দ তার দেখলাম। মুখে কিছুই না, কেবল হা হা করে বৌমার দিকে তাকিয়ে হাসল খানিক, তারপর ছুটে সড়কের অন্ধকারে নেমে গেল।

বৌমাকে বললাম, খাবার পড়ে টড়ে না যায়। গামলায় দিলে পারতে।

গামলায় দিলে সে গামলা ফেরত আসবে? বৌমা ভেতরে চলে গেল।

অচিরে আমিই ভেতরে গেলাম। আমার ভাইটি পেশাগত একটা দরকারে আজই রংপুরে গেছে, আগামীকাল ফিরবে; অতএব তার জন্যে অপেক্ষা নেই, হাত ধুয়ে খেতে বসে গেলাম। চমৎকার রাঁধে আমার বৌমা প্রশংসা করতেই সে লজ্জিত হয়ে হেসে বলল, দাদা অনেকদিন দেশী রান্না খান না তো, যা খাচ্ছেন ভাল লাগছে। তারপরই প্রসঙ্গ বদলে সে যোগ করল, দাদা, এরপর রাতে যদি মাস্টার আসে, আমি কিন্তু বলে দেব— আপনি বাসায় নেই।

BanglaBook.org

কেন? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

আমার ভয় করে।

ভয়? কিসের ভয়?

ওর হাতের ঐ লাঠি। যদি মেরে টেরে বসে?

বৌমার আশংকা শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।

বৌমা বলল, আমি তো ভেতরে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। শেষে কিছু যদি হয়? লণ্ঠন পাঠিয়ে দিলাম।

ও, তাই?

বৌমা ভীত চোখ তুলে বলল, কিছু বিশ্বাস নেই, দাদা। ওর ওইসব গল্প কেউ বিশ্বাস না করলে হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে যায়, লাঠি নিয়ে তাড়া করে। ও পাড়ার নাটুকে এমন বাড়ি মেরেছিল, হাত প্লাস্টার করতে হয়েছিল।

আমি গভীর হয়ে ভাতের গ্রাস মুখে তুললাম।

রাতে বিছানায় শুয়ে আমার মনে পড়ে গেল, গতরাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে —পুরো জলেশ্বরীর লোক ছুটছে আর তাদের ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে লাঠি হাতে পরান মাস্টার। অথচ তখনো আমি শুনিনি যে, সে কাউকে সত্যি সত্যি মেরে বসেছে। আমি ঈষৎ কৌতূহল বোধ করে উঠলাম। ঘটনাটি শোনবার আগেই আমি তার আভাস স্বপ্নে পেয়ে গেলাম কি করে? কৌতূহলটি জটিল হয়ে পড়ল, যখন আরো স্মরণ হলো যে, পরান মাস্টারের মুখে তার বীথিপুর যাবার গল্প শোনার আগেই আমি আমার স্বপ্নে দেখেছি আকাশে একটা অদৃশ্য পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছি, নিচের দৃশ্য অনেক ওপর থেকে দেখছি, আর পরান মাস্টার আমাকে বলছে, 'নেমে আয়, নেমে আয়।' এটাই বা কি করে হলো?

পরান মাস্টারের গল্প যতই গাঁজা হোক, শুনতে তখন মন্দ লাগেনি। গাঁজা তো অবশ্যই। কে বিশ্বাস করবে এ সব? জলেশ্বরীর তরুণদের দোষ দিতে পারলাম না; তবে, আমার মন ঠিক সায় দিল না যে পরান মাস্টার বদ্ধ পাগল। তবে, আমার ক্রমশই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকল যে, হয় পরান মাস্টার সজ্ঞানে সমস্ত কিছু বানিয়ে বলছে, অথবা সে আমূল প্রত্যক্ষ করেছে। শব্দটা কি দুর্বোধ্য মনে হলো? ইংরেজিতে প্রকাশ করলে অবশ্য প্রাঞ্জল হবে—হ্যালুসিনেশন। অর্থাৎ, তার মনের ভেতরে সে যা কল্পনা করেছে সেটাই চোখে দেখতে পেয়েছে, যদিও তার বাস্তব অস্তিত্ব কিছুই নেই।

এ রকম হয়, হয়ে থাকে। ইউরোপ আমেরিকার বহু লোক দাবি করেছে যে, তারা অন্যগ্রহের স্পেসশীপ দেখেছে, উড়ন্ত পিরীচ দেখেছে, উল্কা চুরুট দেখেছে; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা দিয়েছে, পরে খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে যে তারা হ্যালুসিনেশন দেখেছে। অনেক সময় নৈসর্গিক কারণে ভ্রম হয় যে আকাশে অদ্ভুত কোনো যান উড়ছে যেমন মেঘ দেখে মনে হতে পারে, মেঘে দূরবর্তী কোনো আলোর প্রতিফলনের দরুন এটা মনে হতে পারে, অথবা আবহাওয়া বেলুনকে ভেসে যেতে দেখেও ধারণা হতে পারে যে স্পেসশীপ চলে যাচ্ছে। ইদানীং পাশ্চাত্য জগতে মহাশূন্য নিয়ে বহু কাহিনী চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে, সিনেমার পর্দায় জীবন্ত দেখান হচ্ছে অন্য গ্রহের প্রাণী, পরিবেশ, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে এক সৌরজগৎ থেকে অন্য সৌরজগতে

BanglaBook.org

যাত্রা। ডাক্তাররা বলছেন, এই সব চলচ্চিত্র দেখে সাধারণ মানুষ অনেকেই সত্যি বলে ধরে নিতে পারে এবং মনের কোনো সূক্ষ্ম হেরফেরে নিজেদের আশেপাশেই এ সব আবার অভিনীত হতে দেখতে পারে। হয়ত পরান মাস্টারের বেলায় তাই-ই হয়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায়—পরান মাস্টার তো সেসব চলচ্চিত্র দেখেনি? খেতে খেতে বৌমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে বলছিল, আজকাল টেলিভিশনে এ ধরনের ছবি দেখান হয়। জলেশ্বরীর পাবলিক লাইব্রেরীতে টেলিভিশন আছে, সেখানে অনেকেই গিয়ে ছবি দ্যাখে। পরান মাস্টার কি তাহলে টেলিভিশনের ছবি দেখেই হ্যালুসিনেশনে ভুগছে? কিন্তু আমি যদ্দুর জানি, পাশ্চাত্যের ডাক্তারেরা বলেন, টেলিভিশনের ছোট পর্দায়, এবং শাদা কালোতে, মহাশূন্যের যে ছবি দেখান হয়, তার প্রভাব আদৌ দর্শকের ওপর হয় না। সিনেমা হলের বড়পর্দায়, উন্নত ক্যামেরা লেন্সের সাহায্যে প্রায় ত্রিমাত্রিক গভীরতা এবং অবিশ্বাস্য রকমে উজ্জ্বল রঙ ও স্টিরিওফোনিক শব্দ প্রক্ষেপণের ফলে যে মায়া জগৎ রচিত হয়, দুর্বল ও কল্পনাপ্রবণ মনে তার প্রভাবই হয় মারাত্মক।

অতএব, পরান মাস্টার হ্যালুসিনেশনে যে ভুগবে, তার সূত্র কোথায়? মানুষ বিভ্রম দেখলেও তার বাস্তব একটা সূত্র থাকে। ভূতের গল্প লোক শোনে বলেই ভূত দেখতে পায়। অন্য গ্রহের স্পেসশীপ আর প্রাণী দেখেছে বলে শোনা যায় ইউরোপ আর আমেরিকাতেই, কারণ ওখানে এসব নিয়ে প্রচুর বই বেরোয়, চলচ্চিত্র তৈরী হয়। আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি যে, এশিয়া বা আফ্রিকায় কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়েও বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের আগন্তুকদের হ্যালুসিনেশন দেখেছে।

তাহলে, আর একটি সম্ভাবনাই হতে থাকে—পরান মাস্টার পুরো ব্যাপারটাই সজ্ঞানে বানিয়ে বলছে।

কেন? কি উদ্দেশ্য তার থাকতে পারে? মানুষ কেন কিছু বানিয়ে বলে? কোন পরিস্থিতিতে বানিয়ে বলে? মানুষ কিছু বানিয়ে বলে দু রকম পরিস্থিতিতে। এক, আত্মরক্ষা করতে। দুই, শ্রোতার প্রতিক্রিয়া দেখে মজা পেতে। যদি আত্মরক্ষার কথাটা ধরা যায়, পরান মাস্টার ফিসের থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কাল্পনিক উপখ্যানের সাহায্য নিচ্ছে? যদি মজা দেখাই তার উদ্দেশ্য হয়, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য পঁচিশ বছরের পুরোন একজন ইস্কুল শিক্ষক, পাঁচ সন্তানের পিতা, সমাজে আপন অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ সচেতন, প্রায় বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক এহেন ছেলেমানুষি করবেন একদিন ভোরবেলায় জেগে উঠে? আমি অস্বস্তিবোধ করতে থাকি। আমার ভাল করে ঘুম আসে না।

ভোর রাতের দিকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে। এবং ঘুম ভেঙ্গেই প্রথম যে শব্দটি আমার মনে পড়ল, তা হচ্ছে—টেলিপ্যাথি। কোনরকম যান্ত্রিক সাহায্য না নিয়ে, শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরে নিজের বক্তব্য অপরের মনে পৌঁছে দেয়া, এবং সেই অপর ব্যক্তিটি নিকটেও হতে পারে, হাজার মাইল দূরেও হতে পারে, এমনকি পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও থাকতে পারে। সন্তানের বিপদে মায়ের যে ঘুম ভেঙ্গে যায়, প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে না জেনেও আমরা যে হঠাৎ তার শূন্যতা অনুভব করে উঠি অথবা তাকে বহুদূরে থেকেও এক ঝলকের জন্যে দেখতে পাই—টেলিপ্যাথির বলেই এ সবের ব্যাখ্যা দেয়া হয়। কাল রাতে পরান মাস্টার এই টেলিপ্যাথির

BanglaBook.org

কথাই বলছিল। সে বলছিল, বীথিপুর ম্যানুমেরা টেলিপ্যাথির সাহায্যে তাকে পরবর্তী রাতে তৈরী থাকবার নির্দেশ দিয়েছিল।

আমি বড় চঞ্চল হয়ে পড়ি।

স্বপ্নে আমি নিজেকে আকাশ পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে যে দেখিছি পরান মাস্টারের মহাশূন্যে যাত্রার কাহিনী শোনাবার আগেই, এটা কি টেলিপ্যাথি ছিল? পরাণ মাস্টারই টেলিপ্যাথি প্রয়োগ করেছিল আমার ওপর? মনে পড়ে গেল— সে তো আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই বলেছিল, তুই বিশ্বাস করবি, আমি জানি। তারই জন্যে সে কি আমাকে এ ভাবে তৈরী করে রেখেছিল?

ভোরের অন্ধকার, অন্ধকার নয়; ভোরের আলো, আলোও নয়; আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণও নয়; ভিন্ন একটি দীপ্ত। সেই দীপ্তি আমাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলে। আমি যেন স্পষ্ট বার্তা পাই, আধকোশা নদীর পাড়ে, অপরাহ্নে।

কি সেখানে?

পরান মাস্টার আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, একদা, সেই সুদূর অতীতে, কুকুরগুলো ভৌ ভৌ করিবার পর আমি ও সে ফরিদ মাস্টারের হাতে মার খেয়ে নদীর পাড়ে বসে গুড়ের মহাজনী নৌকোগুলো দেখছিলাম।

অপরাহ্নে আমি আধকোশা নদীর পাড়ে যাই। এবং সেখানে পরান মাস্টারকে দেখতে পাই। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যেন আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল, সে আমাকে হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে বলল, জ্ঞান হারাবার কথা শুনে ভয় পাস নে। জীবনে কখনো জ্ঞান হারিয়েছিস? তাহলে আর কি জানবি? জ্ঞান হারাবার সময় তোর মনে হবে, তুই হঠাৎ ঘুমিয়ে গেলি। শুনেছি, মানুষ যখন মারা যায় তখনো তার ঐ রকমই মনে হয়, সে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে, হঠাৎ বড় ঘুম পাচ্ছে তার।

৬

জ্ঞান ফিরে আসাই হোক, আর ঘুম থেকে জেগে ওঠাই হোক, আমি চোখ মেলে তাকালাম। দেখতে পেলাম নীলাভ রঙের নিস্তেজ আলো আমার চারদিকে; সেই আলোয় আমি শুয়ে আছি সরু একটি বিছানায়; বিছানার চাদর জ্যোৎস্নার মত ধবধবে শাদা ও দ্যুতিময়, স্পর্শের অনুভব--যেন শরৎকালের মেঘ। মেঘ কখনো হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখিনি সত্যি, কিন্তু মেঘের অনুভব এ রকমই বলে আমার ধারণা হলো তখন।

চোখ মেলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে নীলাভ আলোও যেন চোখ মেলে তাকাল; আলো উজ্জ্বলতর হলো। আমি আবিষ্কার করলাম আমার চারদিকে প্রচলিত অর্থে কোনো দেয়াল নেই, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নেই, একটি গোল নলের ভেতরে আমি শুয়ে আছি, নলটির মুখ কোথায় গিয়ে মিশেছে বা শেষ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, বিছানা থেকে নিচে যতটুকু দেখা

BanglaBook.org

যাচ্ছে, কোনো তল পাওয়া যাচ্ছে না; নলের দেয়াল মসৃণ, খুব পালিশ করা শাদা কোনো ধাতুর পাতের মত, কোনো দরোজা জানালা নেই, আদৌ আমি এর ভেতরে স্থাপিত হলাম কোন পথে বুঝতে না পেরে এই প্রথম বিচলিত হয়ে পড়লাম।

উঠে বসবার চেষ্টা নিতেই বাধা পেলাম; আমি যেন শয্যার সঙ্গে হাতে পায়ে আটকান; অথচ তাকিয়ে দেখি, কোনোকিছু দিয়ে আমাকে বাঁধা হয়নি। আমার মনে পড়ে গেল, সেদিন রাতে আমার বাড়ির পেছনে একবার এই রকম পক্ষাঘাত অনুভব করেছিলাম। হঠাৎ আমার সমুখে একটি শূন্যতা ঝিলমিল করে উঠল; পাশে এক হাত, লম্বায় হাত তিনেক একটি দীপ্তির শিহরণ; আমি অচিরেই সেখানে অবিকল আমাদেরই মত এক মানুষকে নির্মিত হয়ে উঠতে দেখলাম। অবিকল; কেবল তার মুখের রঙ ঈষৎ নীলাভ।

আবির্ভূত হয়ে সে আমার দিকে স্মিত মুখে স্থির তাকিয়ে রইল।

আমি বিহ্বল চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমাদের দুজনের ভেতরে দিয়ে অতি ক্ষীণ স্রোতে সুম সুম জাতীয় একটি শব্দ অবিরাম প্রবাহিত হতে লাগল। যতক্ষণ সেই শব্দ উপস্থিত রইল, আমরা নীরব রইলাম; অচিরে শব্দ উধাও হয়ে গেল, ব্যক্তিটি বলল, সংযোগ স্থাপিত হয়েছে, আপনাকে আরো একবার স্বাগত করছি। আমি এবার লক্ষ্য করলাম যদিও তার কথা আমি বাংলাতেই শুনতে পেলাম আর ঠোঁট ভিন্ন ভাষায় উচ্চারিত সংলাপের মত নড়ছিল।

ঈষৎ বিস্ময় সত্ত্বেও আমি স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করলাম, আমি কোথায়? এবং আমি লক্ষ্য করলাম যে, প্রশ্নটি মনের মধ্যে বাংলা ভাষায় রচনা করলেও আমি অজ্ঞাত একটি ভাষায় তা উচ্চারণ করে বসেছি।

ঠিক এই ব্যাপারটিই আমার বাড়ির পেছনে একবার হয়েছিল, আমি যখন অন্তরাল থেকে কণ্ঠ শুনেছিলাম এবং প্রশ্ন করেছিলাম। এখন আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমরা কোনো এক আশ্চর্য পন্থায় আমাদের নিজ নিজ ভাষাকেই অপরের সুবিধার্থে অনুবাদ করে চলেছি সাবলীল ও তাৎক্ষণিকভাবে।

আপনি এখন নভোযানে রয়েছেন।

আমি তাহলে যাকে বিশাল একটি শোলা হ্যাট মনে করেছিলাম, আসলে তা নভোযান? আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কে?

আমি একজন য্যনুম।

য্যনুম?

হ্যাঁ, বীথিপৃর অধিবাসী।

বীথিপৃ?

হ্যাঁ, একটি গ্রহ। নুভানামে একটি সূর্যের গ্রহ। সেই সূর্য আপনাদের সৌরজগৎ থেকে নহাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত।

ব্যক্তিটি হাত তুলল এবং আমি তখন স্বচ্ছন্দে উঠে বসতে পারলাম। আমার ধারণা হলো, এতক্ষণ বন্দী ছিলাম, ব্যক্তিটি আমাকে মুক্ত করল। আমি প্রশ্ন করলাম, আমি কি বন্দী ছিলাম?

BanglaBook.org

না। আমাদের নভোযান মহাশূন্যের কালিক মাত্রা ঝাঁপ দিয়ে পার হচ্ছিল, আপনার নিরাপত্তার জন্যেই আপনাকে শায়িত এবং স্থির রাখা হয়েছিল। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বীথিপৃতে অবতরণ করতে যাচ্ছি।

বলে কি?

আমি লাভ দিয়ে বিছানা থেকে নামলাম।

বীথিপৃতে অবতরণ করতে যাচ্ছি মানে? আমরা এখন কি মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি? পৃথিবী ছেড়ে এসেছি? কখন?

আমার ধারণা ছিল যে নভোযানটি এখনো আমার বাড়ির পেছনেই আমাদের ঝোপের ভেতর হামা দিয়ে আছে, আমি বাইরে পা বাড়ালেই আবার এক্ষুণি মাটি ছুঁতে পারব। ব্যক্তিটি আমার এতগুলো প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বাঁ হাত ঈষৎ তুলল, সঙ্গে সঙ্গে নলের একটি অংশ স্বচ্ছ হয়ে গেল এবং আমি ঘোর কালো পটভূমিতে কোটি কোটি আলোকবিন্দু বিজ বিজ করছে দেখতে পেলাম। এত নক্ষত্র এর আগে আমি কখনো দেখিনি, আর আকাশও এমন জ্বল জ্বলে ভেলভেটের মত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দেখিনি।

আমার বর্তমান পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে আমি হতবাক হয়ে সেই জ্যোতিঃস্রোত দেখতে লাগলাম। অচিরে, অতি ধীরে নল অস্বচ্ছ হয়ে গেল মহাবিশ্বের অবিশ্বাস্য সেই সৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়ে গেল, কিন্তু তখনো আমার চোখ থেকে সম্পূর্ণ অপসৃত হয়ে গেল না। আমার সমুখে দাঁড়িয়ে থাকা ষ্যনুমকে আমি নক্ষত্রখচিত বলে কিছুকাল বোধ করলাম, আগাগোড়া চুমকির কাজ করা একটি পোশাক সে পরে রয়েছে।

হাত দিয়ে অনুভব করে আমি আবার বিছানায় বসে পড়লাম।

আমার মনে এখন অনেকগুলো প্রশ্ন ছুটোছুটি করছে, পাল ভাঙ্গা পিপড়ের মত। কিন্তু কোন প্রশ্নই আমাকে করতে হলো না, কোনো এক উপায়ে প্রশ্নগুলো অনুধাবন করে ব্যক্তিটি একেরপর এক উত্তর দিয়ে চলল।

হে আমাদের সম্মানিত অতিথি, বিশিষ্ট মানব, নিবেদিতপ্রাণ ইস্কুল শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আনসার আলী, ওরফে পরান মাস্টার, আপনি এই মুহূর্তে আমাদের নভোযানে উপস্থিত। নভোযান সঠিক বর্ণনা নয়, কিন্তু আপনাদের ভাষায় নভোযান শব্দটি অধিক প্রচলিত বলেই ব্যবহার করলাম; অধিকতর সঙ্গত বটে নক্ষত্রযান বলা। অতঃপর নক্ষত্রযানই ব্যবহার করব। এই নক্ষত্রযান, আগেই যেমন বলেছি, বীথিপৃর।

আপনাদের পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত প্রাণীর নাম মনুষ্য, আমাদের গ্রহে সবচেয়ে উন্নত প্রাণীর নাম ষ্যনুম? আপনার প্রশ্ন, ভিন্ন সূর্যের ভিন্ন গ্রহের উন্নত প্রাণী অবিকল আপনাদেরই মত দেখতে, এটা কি করে হলো? তার উত্তর বড় জটিল ও দীর্ঘ। সংক্ষেপে এইমাত্র বলি যে, মহা প্রকৃতির মত এত ক্লান্তিকরভাবে পুনরাবৃত্তিকারক আর কেউ নয়। শিশু যেমন একবার বাংলা অক্ষর 'দ' এর পা টেনে লম্বা করে পাখি আঁকা যায় এটা আবিষ্কার করতে পারলে ঘরের যাবতীয় খাতাপত্তর, মেঝে, দেয়াল, উঠোন জুড়ে সেই পাখিই আঁকে, মহাপ্রকৃতির ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকম। অবশ্য, এই লঘু উদাহরণই কোনো কথা নয়। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, ব্রহ্মাণ্ডের সেখানেই কোন প্রাণীকে উন্নত হতে হয়, তার কতগুলো ব্যবহারিক সুবিধে শরীরে

BanglaBook.org

ধারণ করতেই হয়। যেমন, তাকে চলাফেরা করতে হয়, অতএব পা দরকার, এবং পা শরীরের নিচে না হলে পায়ের কোনো উপযোগিতাই থাকে না। বলতে পারেন, সব উন্নত প্রাণীরই কি পা দুটো হবে? চারটে বা চারশ' হতে বাধা কোথায়? আছে, বাধা আছে। দু'পায়ে চলাফেরার যান্ত্রিক দিকটা সরল এবং জটিলতামুক্ত। পায়ের হাঁটুতে ভাঁজ জরুরী, কারণ আপনাকে উঠতে হবে, নামতে হবে, বসতে হবে, দাঁড়াতে হবে, ছুটতে হবে— হাঁটুর ভাঁজ আপনাকে এসব ক্ষেত্রে চমৎকার সাহায্য করবে। আসুন হাতের কথায়, একই কারণে হাত দুটো হওয়াই সবচেয়ে সরল ও যুক্তিসম্মত; হাতের অবস্থান দেহের মধ্যভাগেই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র হবে; কারণ, হাত আপনাকে ওপরে তুলে কিছু পাড়তে হবে, আবার নিচু করে কিছু তুলতে হবে, চোখের কথা ধরুন, চোখ দুটো থাকতেই হবে, এক চোখেও দেখা যায়, আপনি তো জানেন বহু কানা ব্যক্তি এক চোখেই কাজ সারেন, কিন্তু দুটো থাকবার সুবিধে এই যে, চোখের মত অতি জরুরী জিনিস দুটো থাকলে একটি নষ্ট হলেও একেবারে অকেজো হয়ে পড়বেন না, আর, সবচেয়ে বড় কথা, চোখ দুটি থাকার ফলে আপনি বস্তুর তল বেধ ও ব্যাস এবং আপনার চোখ থেকে বস্তুটি কতদূরে অবস্থিত তা নির্ণয় করতে পারবেন। মস্তিষ্ক দেহের সবচেয়ে ওপরেই থাকতে হবে, এই কারণে যে, ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ অবস্থান, একই কারণে মস্তিষ্ক করোটি বন্দী হতে হবে, এবং করোটিতে চোখ, নাক ও কান থাকবে এই জন্যে যে, দেহের সবচেয়ে উঁচুতে থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, ঘ্রাণ পাবে। আগেই বলেছি, বিষয়টি অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল, সামান্য আভাস দিলাম মাত্র, যাতে আপনি বুঝতে পারেন— কেন আমাদের শরীর, গড়ন ও অঙ্গ সংস্থাপন অবিকল আপনাদেরই মত।

হ্যাঁ, আপনার মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমরা নহাজার আলোক বর্ষ দূরত্বের গন্তব্যে যাচ্ছি, অথচ এত শিগগিরই কি করে সেখানে পৌঁছুচ্ছি? প্রথমত, সময় বলে আসলে কিছু নেই, সময় একটি ধারণামাত্র এবং সেই ধারণা পৃথিবীতে আপনাদের মনোগত, বীথিপৃতে আমাদের মনোগত এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে অন্যান্য যারা উন্নত প্রাণী রয়েছে তাদের প্রত্যেকের মনোগত এবং প্রত্যেকের সূর্য কক্ষপথ পরিক্রমা, দিবস ও রজনী, ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। আপনি যাকে এক প্রহর বলেন, আমার কাছে তা এক প্রহর নয়; এবং আমি যাকে এক রহপ্র বলি আপনার কাছে তা এক রহপ্রের অনুরূপ সময় নয়। আপনাদের পৃথিবীর এক বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বিষয়টা খানিক আঁচ করতে পেরেছিলেন, তবে পুরো অনুধাবন করার আগেই তিনি দেহত্যাগ করেন। আমার বিশ্বাস তিনি, আপনাদের সময় হিসেবে আর দশ বছর জীবিত থাকলে মহাশূন্যের কালিক মাত্রাটি শনাক্ত করতে পারতেন। এই কালিক মাত্রা যেমন সরল তেমনি জটিল। যে বোঝে সে পৃথিবীর অত্যাবশ্যকীয় তরল পদার্থ জলের মতই বোঝে, যে বোঝে না তার করোটিতে পৃথিবীর মনুষ্য জাতির প্রথম উদ্ভাবিত হাতিয়ার সেই হাতুড়ি মারলেও বুঝবে না। আপনার কৌতূহল হচ্ছে এবং আপনি আমাদের সম্মানিত ও আমন্ত্রিত অতিথি, তাই সংক্ষেপে এইটুকুই বলি, যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে কোনো কিছুই সরল অথবা ঋজু নয়; সমস্ত কিছুই সমস্ত কিছুকে যত ক্ষীণ বা প্রবল ভাবেই হোক না কেন অনবরত আকর্ষণ করে থাকে, এবং এই আকর্ষণের ফলেই সমস্ত কিছুই সমস্ত কিছুর প্রতি অবনত, বস্তুতই একটি কাল্পনিক সরল রেখার তুলনায় প্রতিটি বস্তুই বংকিম। এবং এই ব্রহ্মাণ্ডও বংকিম। যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা

BanglaBook.org

অবসন্নকারী বিশাল, তাই তার বংকিমতাও বিকট। পৃথিবীতে আপনারা, বা বীথিপৃতে আমরা, কিম্বা কোটি কোটি অন্যান্য গ্রহে যেখানেই যে উন্নত প্রাণী আছে তারা যে দূরত্ব নির্ণয় করে থাকে তা ঐ কাল্পনিক সরল রৈখিক দূরত্ব। অথচ দূরত্বও বংকিম। আমরা এই সত্যটি কিছুকাল আগে আবিষ্কার করেছি, অনুমান করি অচিরে পৃথিবীতে আপনারাও আবিষ্কার করবেন যে,কোনোকিছুই কোনোকিছু থেকে নিঃশ্বাস পতনের অধিক দূরত্বে অবস্থিত নয়। নিঃশ্বাস পতনের কথাটা নিতান্ত আলংকারিকভাবে উচ্চারণ করিনি; বস্তুত, নিঃশ্বাস হচ্ছে প্রাণ স্পন্দন এবং স্পন্দিত প্রাণই হচ্ছে দূরত্ব পরিমাপের একমাত্র একক, সে দূরত্ব স্থানিক হোক, কালিক হোক অথবা মনস্তাত্ত্বিক হোক। সে যাই হোক এরই জন্যে যে দূরত্ব নহাজার আলোকবর্ষ বলে কাগজপত্রে হিসেবে বের হয়, সেই দূরত্ব আমরা নিঃশ্বাস পতনের ব্যবধানে অতিক্রম করে এসেছি।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে জলেশ্বরী থেকে বীথিপৃতে তো এক নিঃশ্বাসেই পৌঁছে যাবার কথা, আপনার পৃথিবীর হিসেবে ঘন্টা নয়েকের মত সময় লাগছে কেন? তার উত্তর এই যে, পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষেত্রে পৃথিবীর কাল মানতে হয়, বীথিপৃর আকর্ষণ ক্ষেত্রে বীথিপৃর কাল; মধ্যবর্তী পথ এক নিঃশ্বাসে আমরা অতিক্রম করলেও পৃথিবী ত্যাগ করতে এবং বীথিপৃতে প্রবেশ করতে কিছু সময় লাগে।

মাননীয় শিক্ষক সাহেব, আপনার কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় আপনি এই প্রশ্নগুলির কারণে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতেন, আপনার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যু হওয়াও বিস্ময়কর ছিল না, কিন্তু আমরা আগেই তার ব্যবস্থা নিয়েছি, আপনার স্নায়ু শান্ত রয়েছে, অতএব আপনি নিজেকে পরিবারের প্রতি উদাস গৃহস্থ বলে ভাববেন না। আমরা এ সংবাদ রাখি, আপনি আপনার পরিবারকে এতটা ভালবাসেন যে, খাদ্য সংস্থানে ক্রমাগত অপরাগ হয়ে আপনি একদা তাদের একত্রে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। আপনি তারপরও জীবিত আছেন পৃথিবীর মানুষের দুর্বল একটি ধারণার জন্যে; সেই ধারণাটি হচ্ছে কালিকে ধারণা, অতীত, বর্তমানও ভবিষ্যতের ধারণা, যা বস্তুত অমূলক সর্বাংশে; আপনি ভবিষ্যতের দিকে এখনো আশা করতে পারেন বলেই জীবিত আছেন, যদিও সেই ভবিষ্যত অতীত থেকে ভিন্ন বলে ভাববার কোনো যুক্তি সঙ্গত কারণই নেই।

সম্মানিত পরান মাস্টার, আপনার একটি প্রশ্ন—আপনাকে কি আমরা অপহরণ করেছি? না, তাহলে আপনাকে আমরা সম্মানিত ও আমন্ত্রিত অতিথির মর্যাদা দিতাম না। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনাকে তাহলে আমরা কেন বীথিপৃতে নিয়ে যাচ্ছি? এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আমার প্রতি কেবল এই নির্দেশ রয়েছে, আপনাকে জলেশ্বরী থেকে সংগ্রহ করে তানেহামের কাছে উপস্থিত করতে হবে।

তানেহাম? এতক্ষণ পরে আমি একটি প্রশ্ন করি; আমি একটু অবাকও হই যে, আমার মনের এত প্রশ্ন এই ব্যক্তি অনুমান করতে পেরেছে, আর এটি পারল না?

ব্যক্তিটি বোধ হয় লজ্জিত হলো; তার মুখ ঝলক দিয়ে সবুজ হয়ে উঠল একবার, ঠিক যে ভাবে আমরা অপ্রতিভ হলে রাঙ্গা হয়ে যাই। ব্যক্তিটি ইতস্ততঃ কন্ঠে বলল, আমাদের গ্রহে তাঁর অস্তিত্ব, অবস্থান, বা বর্ণনা সম্পর্কে আমাদের মস্তিষ্কের স্মৃতিকোশ কোনো তথ্য ধারণ

BanglaBook.org

করতে অক্ষম; ফলত তার বিষয় কোনো প্রশ্ন হতে পারে, আমরা ধারণা করতে পারি না; আপনার প্রশ্নও তাই আমি অনুমান করতে পারিনি এবং প্রশ্নট প্রকাশিত হবার পরও আপনার কৌতূহল মেটাতে পারছি না।

এরপর ব্যক্তিটি দ্রুত বলে যেতে লাগল, আপনার পরবর্তী প্রশ্ন, আপনাকে কি চিরতরে বীথিপৃত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? আপনি স্মরণ করবেন, আপনাকে অতিথি বলে সম্বোধন করেছি, অতিথি কখনো স্থায়ী বাসিন্দা হয় না। আপনি পৃথিবীতে ফিরে যাবেন। যে ভাবে আপনাকে আনা হয়েছে সে ভবেই আপনাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। কবে? আপনি কি বীথিপৃর সময়ের হিসেবে অনুভব করতে পারবেন? যদি বলি, তসা নদি, কি বুঝবেন? যদি বলি, সতা সমা কি হিসেব করবেন? আর যদি বলি, তসা রজাহা রসৎব, তাহলে? না, আপনি আমাদের কাল মাত্রা অনুধাবন করতে পারবেন না। আমাকে বলা হয়েছে, আপনার মনে এই প্রশ্ন জাগবে, এবং তখন যেন আপনাকে আমি এই উত্তর দিই যে—পৃথিবীর হিসেবে আপনি এক বিপলের ভেতরেই আবার জলেশ্বরীতে ফিরে যাবেন, আপনি ফিরে গিয়ে দেখতে পাবেন, আপনার পেছন বাড়ির যে ভাটুই ঘাসটি মাথা নত করেছিল আপনার হেঁটে যাবার সময় লুঙ্গির ধাক্কায়, সেই ঘাস তখনো সম্পূর্ণ মাথা তুলে দাঁড়ায়নি।

আমার ঠিক বোধগম্য হলো না। আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু বিপলটা কি?

ব্যক্তিটি এবার সবুজ হয়ে গেল না; তার মুখ রক্তাভ হয়ে উঠল। বোধ হয় ওদের ওটা বিরক্ত হবার রঙ। ব্যক্তিটি অচিরে সেই রঙ গোপন করে, স্বাভাবিক নীলাভ মুখ নিয়ে বলল, ওহো, আপনার তো পাশ্চাত্যের কতগুলো হিসেব একেবারে আত্মস্থ করে বসে আছেন, নিজেদের অনেক কিছুই ভুলে গেছেন বহু আগে। বিপল হচ্ছে, আপনাদেরই পৃথিবীর বর্তমান প্রভু পাশ্চাত্য জগতের সময় পরিমাপের সেকেণ্ড নামক একককের পাঁচভাগের দু'ভাগ পরিমাণ কাল।

এবার আমিই রাঙ্গা হলাম। এবং আমার আশংকা হলো ব্যক্তিটি না আমার অভিব্যক্তিকে বিরক্ত হবার অভিব্যক্তি বলে ধরে নেয়। ফলে, যদি কিছু মনে করে বসে, যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে ঠিকঠাক আবার জলেশ্বরীতে পৌঁছে না দেয়, আমি বড় বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমার বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগল। চান বড়ুর মুখ ভেসে উঠল আমার চোখে। আমার ছেলেমেয়েরা ভিড় করে এলো চারদিক থেকে। আমি ব্যকুল হয়ে ব্যক্তিটির দিকে তাকালাম।

ব্যক্তিটি ডান হাত ঈষৎ তুলে ধরল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি নলের গায়ে আমার পরিবারের ছবি দেখতে পেলাম। তারা সবাই মেঝেতে অঘোর ঘুমে গড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

৭

আমাদের পেছনে কোরাসে হো-হো হাসির শব্দে আমি চমকে ফিরে তাকালাম, আমার পাশে পরান মাস্টার নদীর দিকে, অন্ধকারের দিকেই তাকিয়ে রইল।

আমি দেখলাম কয়েকজন তরুণ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বেজায় হেসে চলেছে। আমার কোনো সন্দেহ রইল না যে পরান মাস্টারই এই হাসির লক্ষ্য। কখন নিঃশব্দে তারা আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা কিছুই টের পাইনি।

ভেতরে ভেতরে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লাম এবং উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা প্রতিবাদ করতে যাব, পরান মাস্টার আমার হাত চেপে ধরল এবং আমার দিকে না তাকিয়ে, সেই নদীর দিকেই দৃষ্টি রেখে। আমি তো কোনো আভাস দিইনি যে, আমি এই মুহূর্তে ওই তরুণদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম, তবু পরান মাস্টার কি করে আমার মনোভাব আঁচ করতে পারল? এবং একটু আগেই শোনা বীথিপ্র ষ্যনুমের মত?

আমি শীতল ও নির্বাপিত হয়ে গেলাম।

পেছনে তরুণদের সাড়া পাচ্ছি এখনো; এখন আর কোরাসে নয়; কেউ হাসছে কেউ কি একটা অসভ্য শব্দ উচ্চারণ করছে, কেউ প্রস্রাব করছে।

পরান মাস্টার আমার হাতের ওপর চাপ বজায় রেখেই ফিসফিস করে বলল, ওরা এখন অপেক্ষা করছে।

আমার গলা দিয়ে চাপা আর্ত প্রশ্ন বেরুল, কিসের অপেক্ষা করছে?এর উত্তর না দিয়ে পরান মাস্টার আবার ফিসফিস করে উঠল, ওরা নিজেরাই জানে না, ওরা কিসের ভেতরে আছে।

আমার অন্তর জুড়ে আশংকা লেজ বুলিয়ে গেল। আমি প্রথম প্রশ্নটিই আবার উচ্চারণ করলাম দ্বিগুণ ব্যকুলতার সঙ্গে, ওরা কিসের অপেক্ষা করছে, পরান ভাই?

না, পেছনে তাকাসনে। ওরা এখন আমাদের অপেক্ষা করছে। আমি যদি এখন মুখ ফিরিয়ে কিছু বলি, যাই বলি না কেন, ওরা গলা ফাটিয়ে হাসবে; আমি যদি ওদের ধাওয়া করি, ওরা আমার আগে-আগে ছুটবে আর হি হি করে হাসবে; আমি যদি গাল দেই, ওরা পাগল—পাগল বলে আমাকে ক্ষ্যাপাতে শুরু করবে।

বুঝলাম এ—রকম অভিজ্ঞতা পরান মাস্টারের বহুবার হয়েছে। কিন্তু সে আমাদের শব্দটি ব্যবহার করেছে গোড়াতে; আমি এখন ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলাম।

পরান মাস্টার অচিরেই তার ব্যাখ্যা করল, এখন তুই যদি মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাস, ওরা তোকে ঠাট্টা করবে —তুই আমার কাহিনী শুনছিস বলে। তুই যদি ওদের ধমক দিস, তোকেও পাগল বলবে। আর যদি তাড়া করিস তো, সারা টাউনে তোকেই ওরা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে, লোকে যেমন ন্যালা ক্ষ্যাপাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। চুপ করে বসে থাক। নড়িসনে, কথা বলিসনে, শ্বাস পর্যন্ত শব্দ করে নিবিনে, বুঝলি? একটু পরে নিজেরাই বিদায় হবে।

নদীর পাড়ে আধকোষার পানি ঝুপঝুপ করে আঘাত করে চলল, আমরা ঠায় বসে রইলাম, এবং সত্যি সত্যি তরুণেরা এক সময় বিদায় নিল।

পরান মাস্টার বলল, শুধু কি ওরা ? টাউনের বুড়োরা পর্যন্ত আমাকে আজ কাল বদ্ধ পাগল ঠাওরে বসে আছে। দু চারজন আবার ছেলেদের মত ক্ষ্যাপায়, জানিস ? অথচ

BanglaBook.org

দ্যাখ,তুই নিজেই বুঝতে পারছিস, আমার মাথা ঠিক আছে, আমার কথা এক বর্ণ মিথ্যে না, যা যা ঘটেছে অবিকল বলে যাচ্ছি। কই, তুই তো অবিশ্বাস করছিস না?

হঠাৎ আমার মাথায় একটি প্রশ্ন আসে।

পরান ভাই, আপনার বাড়িতে বিশ্বাস করে? ভাবী? ছেলেমেয়েরা? ওদের আপনি বলেননি এ সব?

অম্লান বদনে পরান মাস্টার উত্তর দিল, হ্যাঁ বিশ্বাস করে। কিন্তু আমি ওদের খুব শক্ত করে বলে দিয়েছি, বাইরে যেন স্বীকার না করে যে তারা বিশ্বাস করে।

আমি একটা ধাঁধার ভিতর পড়ে গেলাম। জানতে চাইলাম, কেন? মানা করেছেন কেন,পরান ভাই?

এই জন্যে যে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। টাউনের লোক বলবে, পরান মাস্টারের গুষ্টি শুদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। বুঝতে পারছিস না? সে ভয়াবহ ব্যাপার।

ব্যাখ্যা শুনে আমি হাঁ হয়ে গেলাম। তার চেয়েও অবাক লাগছিল, তার বাড়ির সকলের কথা ভেবে, তারা কি কেউ স্বামী, কেউ পিতা মনে করেই বিশ্বাস করেছে?

প্রশ্ন করতে হলো না, বীথিপুর সেই ষ্যনুমের মত প্রশ্নটা অন্তরে অনুভব করেই পরান মাস্টার বলল, আমার বাড়ির লোক বিশ্বাস করবে না কেন? তারাতো প্রমাণ পেয়েছে, যাকে বলে চোখের প্রমাণ।

কি রকম?

আরে তোকে বলছিলাম না?—নক্ষত্রযানের সেই নলের গায়ে ওদের ছবি দেখতে পেলাম, সব ঘুমে কাতর? বীথিপুর সেই ব্যক্তিটি আমার মুখের ভাব দেখেই ঠিক ধরতে পেরেছে যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে ওদের জন্য। মনে বোধ হয় দয়াও হলো, আহা, একটা ভাল মানুষকে বলা নেই কয়া নেই এ রকম উঠিয়ে নিয়ে এলাম? সে আমাকে বলল, আমি যদি চাই, আমার পরিবারের সঙ্গে এক্ষুণি কথা বলতে পারি। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে ব্যক্তিটি আমাকে বলল—আপনি নাম ধরে ডাকুন, ওরা উঠে পড়বে। ঠিক ভরসা হলো না, তবু ইতস্ততঃ করে নাম ধরে ডাকলাম — চান বড়ু, ও দুলি, ও ফুলি, ও বাবা উজির, ও নাজির, ও গুলী মানিক। সবার নাম ধরেই ডাকলাম, বুঝলি? হাজার হোক, স্পেসের ভিতর দিয়ে ওদের নামটা তো ট্রান্সমিট হচ্ছে, স্বশরীরে আমার সঙ্গে বীথিপুতে আসবার সৌভাগ্য না-ই হলো। সকলের আগে সাড়া কে দিল জানিস ? আমার ছোট্ট মেয়ে গুলী?, সেই যে একাত্তরে গুলী গোলার সময় হয়েছিল বলে যার নাম রাখা হয়েছিল গুলী, সেই গুলী। আর সে মোচড় দিয়ে উঠেই আমাকে কি বলল, জানিস?

না, না তো। আমি যে কোনো বিস্ময়ের অপেক্ষা করছি।

গুলী উঠেই ঘুম ভাঙ্গা গলায় বলল, বাবা, জিলিপি খাব।

আমি বোধ হয় ছেলেমানুষের কাণ্ড শুনে একটু হেসে উঠেছিলাম মাথা পেছনে ঠেলে দিয়ে, চোখ ফিরিয়ে এনে দেখি জায়গার জায়গায় পরান মাস্টার নেই। একেবারে হিম হয়ে গেলাম। একটা জলজ্যান্ত মানুষ চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই গায়েব। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ডাকলাম, পরান ভাই, পরান ভাই। সাড়া পেলাম না, তবে কে একজন

BanglaBook.org

আমার পাশ থেকে খন-খনে গলায় বলে উঠল, এই তো হন হন করে রাস্তায় ছুটলেন। রাস্তায় উঠে দেখি, সত্যিই তাই। ছুটে গিয়ে তাকে ধরলাম।

হঠাৎ উঠে এলেন যে?

মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল রে। জিলিপি খেতে চেয়েছিল, এখনো এনে দিতে পারিনি। দেখি। দেখি। বলতে বলতে হাত মুচড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে সে চলে গেল। আমি পাথর-কুচি বিছানো সড়কের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সড়কের ওপারে অনেকখানি আকাশ, দু'দিকে ফাঁকা মাঠ কি-না সেই আকাশে কয়েকটা বড় বড় তারা টকটক করছে; আমার গায়ের ওপর দিয়ে নীলাভ একটি বাতাসের শীতলতা বয়ে গেল যেন।

সামলে নিতে একটু সময় লাগল। পরান মাস্টার পয়সা পাবে কোথায় যে গুলীর জন্য জিলিপি নিয়ে যাবে? আমি আকাশের তারাগুলোকে মিটমিট করতে দেখলাম। আমি ইস্টিশানের মিষ্টির দোকানের দিকে অগ্রসর হলাম।

সেখানে সেই তরুণেরা বসে আছে; আমাকে দেখে নিজেদের ভেতরে কি বলাবলি করল তারা; আমি মুখ কঠিন করে অপেক্ষা করতে লাগলাম— এই হয়ত হো হো করে হেসে উঠবে ওরা, কিন্তু না, তার বদলে খুব সৌজন্য নিয়ে একজন আমাকে সম্বোধন করে বলল, 'এত সহজে ছাড়া পেলেন, ভাইয়া? আমি মুখ ফিরিয়ে হাসলাম একটু।

আরেকজন জানতে চাইল, সবটা শুনেছেন?

আমার মনে পরে গেল যে, পরান মাস্টার বলেছিল— কাহিনীর সবটা এদের কাছে কিম্বা জলেশ্বরীর কারো কাছেই সে এ পর্যন্ত বলেনি। আমি জিগ্যেস করলাম পালটা, আপনারা শুনেছেন?

ও আর শোনাশুনির কি আছে? যা শুনেছি তাতেই বোঝা গেছে, মাথাটি একেবারে গিয়েছে।

অচিরেই ওদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, পরান মাস্টার ইস্কুলে বহুদিন ধরে বেতন পাচ্ছিল না, বড় অভাব যাচ্ছিল তার, কোনো রকমে দু একটি টিউশানির ওপর নির্ভর করে চলছিল, এর ভিতরে তার বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়; জামাইয়ের জন্য একটা টু-ইন-ওয়ান চাই, বরপক্ষের দাবী; কোনো উপায় না দেখে বাড়ির পাশে দের বিঘা পতিত জায়গা ছিল সেটা বিক্রি করে টাকার যোগাড় হয়, মোট সাড়ে চার হাজার টাকা নিয়ে পরান মাস্টার রংপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং পথে তোরশা জংশনের গুণ্ডারা সম্পূর্ণ টাকা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। চায়ের দোকানের এই তরুণেরা মতপ্রকাশ করে যে, তারপর থেকেই মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে তার। মেয়ের বিয়ে যথারীতি ভেঙ্গে যায়, টু-ইন-ওয়ানের দেবার মত মেয়ের বাপ এদেশে বহু আছে, এবং এদেশের বহু ছেলেই এখন মেয়ের চেয়ে টু-ইন-ওয়ানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বেশি আগ্রহী। শেষ পর্যন্ত ইস্কুলের চাকরিটাও চলে যায় পরান মাস্টারের সেও আজ বছর ঘুরে আসতে চলল।

দোকানীর হাত থেকে জিলিপির ঠোঙাটা নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে তরুণদের বললাম, আর, এই রকম একটা লোককে নিয়ে আপনারা হাসতে পারেন।

BanglaBook.org

আমার আশংকা হয়েছিল, তিরস্কার শুনে তারা তেড়ে উঠবে; নদীর পাড়ে তাদের যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়েছি, তাতে তাদের পক্ষে যা কিছু সম্ভব বলে আমি মনে করি। কিন্তু কি আশ্চর্য, তারা আমাকে কিছুই বলল না, সকলেই এক সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল, একজন কেবল মিনমিন করে বলল, সকলেই তো হাসে।

ওদের নির্বাপিত চেহারা দেখে আমি বেশ উৎসাহ পেলাম, রুষ্ট গলায় প্রশ্ন করলাম, সকলে হাসে মানে?

মানে, সকলেই। শহরের সবাই। ছেলে বুড়ো বৌ মেয়ে সকলেই।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, না, আমার মনে হয় না সকলেই হাসে। আমার মনে হয় না, যারা অভাবে আছে তারা হাসে, যারা দুঃখের ভিতরে আছে তারা হাসে।

এক তরুণ বিদ্রোহ করে বলল, আপনি কচু জানেন। সকলেই হাসে। গরীবেরাই বেশি হাসে পরান মাস্টারকে দেখে।

অবাক হয়ে আমি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে সোজা মাইল খানেক গেলেই গোরস্তানের পাশে বাড়ি আমি জানি; পাথরের কুঁচি বিছানো প্রশস্ত সড়কের ওপর আকাশে তারাগুলো এখন তীব্ররশ্মি বিচ্ছুরণ করে চলেছে; দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছি, যেন সমস্ত শহরে অট্টহাসি আমাকে তাড়া করছে; আমি পরান মাস্টারের বাড়িতে এসে দাঁড়ালাম।

কিরে? তুই? তুই কোত্থেকে?

তার বিস্ময় দেখে মনে হলো, আমার সঙ্গে তার যে কিছুক্ষণ আগেই দেখা হয়েছে, আমরা যে নদীর পাড়ে একসঙ্গে এতক্ষণ বসেছিলাম, সে সব কিছুই নয়, বহু বছর পরে আবার এই প্রথম দেখা হলো।

আমি জিলিপির ঠোঙাটা তার হাতে তুলে দিলাম।

কি? এটা কি? অ্যা, এর মধ্যে কি?

জিলিপি।

জিলিপি? যেন বস্তুটির নাম তিনি আগে কখনোই শোনেননি।

হ্যা, গুলীর জন্যে, ছেলেমেয়েদের জন্য।

জিলিপি? আবারো অবিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করে উঠল পরান মাস্টার; পরমুহূর্তেই হঠাৎ খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল। সে হাসি আর থামতে চায় না। লোকটা দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে নাকি? আমি তার হাতে হাত রাখলাম শান্ত করবার জন্যে, সে আমার হাতখানা খপ করে কেড়ে নিয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে লাগল, খেতে পাই না, খ্যা খ্যা, জিলিপি? ভাতের বদলে, খ্যা খ্যা জিলিপি? বলিস কিরে, হো হো, জিলিপি?

আমার চোখ দিয়ে টপ করে পানি পড়ল এক ফোঁটা, পড়বি পড়, পরান মাস্টারের হাতের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে সে হাত ছেড়ে আকাশের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, বিষ্টির ভেতরে জিলিপি নাকি রে? সেই ছেলেবেলার মত? কোথায় বিষ্টি? কি পাগলের মত বলছো? বলেই জিভ কাটলাম আমি।

BanglaBook.org

ততক্ষণে যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে। পরান মাস্টার আমার হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, পষ্ট বিষ্টির ফোঁটা পড়ল, আর তুই বলছিস আমি পাগল? দ্যাখ, এই দ্যাখ, আমার হাতের পিঠ এখনো ভেজা।

আমি বললাম, তাই তো, আমি লক্ষ্যই করিনি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে, পরান ভাই।

সগর্বে পরান মাস্টার বলল, এই রকম কেউ লক্ষ্য করে না বলেই আমাকে পাগল বলে। শালা নিজেরাও জানে না যে, আগুনের ফোঁটা টপটপ করে পড়ছে।

বললাম, ঠোঙাটা আপনি বাড়ির ভেতরে দিয়ে আসুন তো। তারপর চলুন, দু'ভাই বাজারে যাব।

কেন? বাজারে কেন? জানিস না, বাজারে আগুন।

আহ, আপনি চলেন না।

জিদ করে উঠল পরান মাস্টার, না তুই আমাকে বল, আগুনের ভেতরে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিস কেন?

কেন আবার? আমি বাজার করব, ভাবী রান্না করবেন, সবাই মিলে খাব।

আবার খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল পরান মাস্টার, আমার পেটে সংক্ষিপ্ত একটা খোঁচা দিয়ে বলল, তুই দেখছি সরকারের মত ব্যবহার করছিস রে। পিটিশনের পর পিটিশন, কান্নাকাটি, পায়ে ধরা, অভাবের পাঁচালী, সাত কাহন হবার পর, সরকার দয়া করে অন্তর্বর্তীকালীন মঞ্জুরি দিলেন ছেয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা। আর দশটা পয়সা দিলেই একটা টাকা পুরো হয়, দেবেন না। কেন? অডিটের ঝামেলা।

রাখো তো আপনি, সরকার-টরকার যা ইচ্ছে করুক।

তাহলে তুই মুসলমানের মত করছিস।

এ আবার কি?

বুঝলি না? মিসকিনকে দান করো। দান করলে পুণ্য হবে। তা মিসকিন না থাকলে তুই দানই বা করবি কোথায় আর পুণ্যই বা হাতে পাবি কি করে? অতএব, শালা মিসকিন বানাও, দুনিয়া জুড়ে মিসকিন পয়দা কর।

আমি আবার তাড়া দিয়ে বললাম, দেখুন পরান ভাই, রাত হয়ে যাচ্ছে। এখন বাজার না করলে, রান্নাই বা হবে কখন, আর খাবই বা কখন। বলেছি তো, আমি আজ আপনাদের সঙ্গে খাব। দু'ভাই একসঙ্গে বসে অনেকদিন পর খাব।

খ্যা খ্যা খাবি বৈকি। একসঙ্গে মার খেতে পেরেছি, একসঙ্গে বসে আজ দুটো অন্ন মুখে দিতে পারব না? তোর মনে আছে? সেই যে, ডগস আর বার্কিং? কুকুরেরা ভৌ ভৌ করিতেছে? খ্যা খ্যা খ্যা। চল চল।

আরে, আপনি যে জিলিপির ঠোঙা হাতে নিয়েই চললেন। ওটা বাড়ির ভেতরে দিয়ে আসুন।

তাইতো, তাইতো।

সে রাতে বাজার নিয়ে আসবার পর, ভাবী রান্না শুরু করেছে, আমি পরান মাস্টারের হাত টেনে বললাম, চলুন, কোথায়ও একটু বসিগে।

BanglaBook.org

বাড়ির সমুখেই সড়কের ওপর পুরোনো একটা কালভার্ট; চমৎকার চাঁদ উঠেছে; দূরে ডাক বাংলোর টিনের ছাদ রূপোর মত ঝকঝক করছে, দুজনে গিয়ে কালভার্টের শানে বসলাম।

রান্নার তো অনেক দেরি হবে, পরান ভাই।

আবার সেই খ্যা খ্যা করে হেসে উঠে পরান মাস্টার বলল, বুঝেছি, বুঝেছি, তারপর কি হলো জানবার জন্যে ছটফট করছিস তো? আর বলতে হবে না বুঝেছি।

৮

কখন যে নক্ষত্রযান বীথিপৃতে অবতরণ করেছে কিছু টের পেলাম না, ব্যক্তিটি এক সময় শুধু ঘোষণা করল, আমরা এখন বীথিপৃ পৃষ্ঠে। তারপরই সে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল, আপনার শরীরে কোনো তামাটামা নেই তো?

কেন ? কেন? এই প্রশ্ন কেন?

আপনাকে এখন তানেহামের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনি যে পদ্ধতিতে তাঁর সমুখে উপস্থিত হবেন, সেই পদ্ধতিটি তামার ক্ষেত্রে তড়িৎ সৃষ্টি করে, ফলে প্রাণহানি অবশ্যম্ভাবী।

প্রাণ নিয়ে কথা, নইলে কিছুতেই স্বীকার করতাম না, জিনিসটা বহুকালের; কাচুমাচু হয়ে বললাম, সেই সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় বৃটিশ আমালের তামার একটা ছ্যাঁদা এক পয়সা, কালো সুতো দিয়ে মা কোমরে বেঁধে দিয়েছিল, মায়ের চিহ্ন খুলে রাখব?

ব্যক্তিটি বিস্মিত হয়ে ভ্রূ তুলল; না ভ্রূ বলে তার কিছু নেই, ভ্রূর জায়গাটা সামান্য উঠে গেল মাত্র। আমি লক্ষ্য না করে পারলাম না যে, যে গ্রহেরই হও বাপু কিছু কিছু মৌলিক জিনিস ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব নয়— যেমন এই ভ্রূ কপালে তোলার ব্যাপার।

একটু আড়াল হয়ে কোমর থেকে তামার পুরোনো পয়সাটা বের করে তার হাতে দিলাম। বললাম, বহুদিনের স্মৃতি।

ব্যক্তিটি আবার নীরব বিস্ময় প্রকাশ করল ঐ ভ্রূর জায়গা কাঁপিয়ে; বললো, যাবার সময় ফেরত পাবেন।

এখন? এখন কি কর্তব্য? কোথায় যেতে হবে, নিয়ে যাও। অচিরে আমাকে নিবস্ত্র হতে বলা হলো। ক্ষ্যাপা নাকি? বস্ত্র দেহে থাকলে তো নিবস্ত্র হব? ছেঁড়া একখানা লুঙ্গি পড়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম, আমি কি জানি সফরে বেরুচ্ছি ? গেঞ্জি থাকলে না হয়, সেই কবে কাফনের কাপড় কিনে রেখেছিলাম সেটা গায়ে জড়িয়ে বেরুতাম; ঈদের নামাজটা না পড়লেই নয়, অন্তত ফেৎরার পয়সাটা ছাত্ররা দেয় কাতারে দাঁড়াবার আগে, ঈদের নামাজ আজকাল ঐ কাফনের কাপড় পরেই চালিয়ে দেই; লোকে অতো বুঝতে পারে না, তারা ধরে নেয় বড় মুসল্লী হয়েছি, হজ্বের কাপড়ে নামাজ আদায় করছি। তা সে কথা যাক।

নিবস্ত্র হতে বলছে; একেবারে আদম হয়েই কি ওদের ঐ তানেহাম লোকটির সঙ্গে দেখা করবার রেওয়াজ নাকি? এবার আমার ভ্রূ তোলার পালা; আমার দু'খানা ভ্রূ আছে এখনো স্ব–

BanglaBook.org

স্থানেই, ও তো আর সোনাদানা নয় যে বাধা দিয়ে খেয়ে ফেলেছি; আমি দুই ভ্রূ একসঙ্গে কপালে তুলে লুঙ্গির গেরো হাতের মুঠোয় ধরে ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তোমার সমুখেই কি নিবস্ত্র হব?

ব্যক্তিটি অর্ন্তহিত হয়ে গেল চোখের পলকে।

বাহ, এদের দেখছি ভদ্রতাবোধ বেশ আছে। নির্জন দেখে হাতের মুঠো আমার অলগা হয়ে গেল। তারপর, পায়ের কাছ থেকে লুঙ্গিটা কুড়িয়ে বিছানার ওপর রাখতে যাব, আবার ফিরে যেতে হবে তো, তখন কি উদোম হয়ে প্রত্যাবর্তন করব? দেখি, বিছানার ওপর পাট পাট ইস্ত্রি করা কাপড় রাখা। বহুদিন আগে, বিয়ের পর পর, তখন ছেলেপুলেও হয়নি, দেশেও আকাল পড়েনি, সেই তখনকার কথা, আমার ইস্কুল টাইমের আগে চান বড়ুয়া আমার কাপড় ভাঁজ করে বিছানার ওপর সাজিয়ে রাখত; অবিকল সেই রকম। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি তুলতুলে নরম বস্ত্র, হাত থেকে পিছলে পড়ে যেতে চায়, দুধের মত চাপারঙ, পাঞ্জাবী, পাজামা, ভাঁজ করা চাদর, তার আবার বাসন্তী রঙের সরু পাড়, পাশে একজোড়া ঝকঝকে কালো রঙের পাম্পস্যু। কখন এ সব এখানে কে রেখে গেছে, আমার চোখে পড়েনি। আমার তাড়াতাড়ি বেশভূষা শেষ করে চোখ তুলেছি, নলের গায়ে দিব্যি একখানা লম্বাটে আয়না এসে হাজির সেই আয়নায় যার ছবি পড়েছে তাকে আমি পঁচিশ বছর আগে দেখেছিলাম। সেই ডান পাশে কাত করা সিঁথি, টলটলে মুখ, জ্বলজ্বলে চোখ, বাটারফ্লাই গোঁফ, গালের সেভটা পর্যন্ত ব্রজলালের সেলুনে কামাবার মত নিখুঁত। দেখে এত লোভ হলো, মনে মনে ইচ্ছে প্রকাশ করলাম, ফিরিয়ে দেবার সময় অন্তত এই জামা জুতা জোড়া, আর পারলে যুবক চেহারাটা আর কেড়ে রেখ না।

আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি, হঠাৎ দেখি আয়নায় সেই ব্যক্তিটির ছবি—কখন এসে উপস্থিত হয়েছে আবার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের বীথিপৃতে কি পাঞ্জাবী পাজামারই রেওয়াজ নাকি?

সে বলল, না তোমারই জন্য বানান হয়েছে বিশেষভাবে।

আমি বললাম, আহা, বানালেনই যদি, একসেট সাফারী স্যুট করিয়ে দিলেই পারতেন। আজকাল ও না হলে দেশে কোথাও পাত্তা পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিটি উত্তর দিল, 'করিয়ে দিলেও তো নিয়ে যেতে পারতেন না। আমাদের বস্ত্র আপনাদের আবহাওয়ায় মুহূর্তে মাকড়সার জালের মত ছিঁড়ে যাবে। এই পাঞ্জাবী পাজামাও এখানেই রেখে ফিরে যেতে হবে।

পা তুলে বললাম, পাম্পস্যু?

পৃথিবীর আবহাওয়ার সংস্পর্শে এলেই লোহার জুতোয় পরিণত হবে।

বাবা দরকার নেই। এক বিপদের মধ্যে আমাকে জলেশ্বরীতে ফিরিয়ে দেবার কথা, এযে কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ব্যক্তিটি আমার উপ্লেগ আঁচ করেই বলল, না, আমরা তো এখন চলছি।

মানে?

বহু আগেই মূল নক্ষত্রযান থেকে নলটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে; এই নল এখন তানেহামের প্রাসাদের দিকে ধাবিত। অচিরেই আমরা সেখানে পৌঁছুব।

BanglaBook.org

বলতে না বলতেই নলের গা স্বচ্ছ হয়ে গেল; চারদিকেই একেবারে স্বচ্ছ পরিষ্কার, যেন নল-টল কিছুই কখনো ছিল না; আমার চারদিকে এখন বিরাট এক হলঘরের পরিবেশ। স্ফটিকের মত মেঝে টল-মল করছে, দূরে-দূরে নীলাভ রঙের গোল থাম, দেয়াল গুলো সোনার মত ঝকঝক করছে, আর তীব্র পূর্ণিমার মত আলো এসে পড়েছে দূরে একটি জায়গায়। মনে হলে পাথরে খোদাই একটি মূর্তির ওপরে আলো ফেলা হয়েছে।

আমার যাত্রা সঙ্গী, নাকি পথ প্রদর্শক বলব? —সে ইঙ্গিত করল এগিয়ে যাবার জন্যে। আমি ভরসা পেলাম না। একটু আগেই আমার চারদিক ছিল নলের দেয়াল, এখন স্বচ্ছ হলেও যদি সেই জলেশ্বরীতে বাড়ির পেছনের মত আবার ধাক্কা খাই? বারবার বেলতলায় যেতে রাজি নই।

ব্যক্তিটি আবার হাত তুলে ইঙ্গিত করল; এবার তার মুখে রক্তাভা লক্ষ্য করলাম এবং বুঝতে পারলাম বিশেষ বিরক্ত হয়েছে সে— ওটাই ওদের বিরক্ত হবার রঙ, মনে পড়ে গেল। আমি পা বাড়ালাম, দিব্যি নল ভেদ করে বেরিয়ে এলাম; ব্যক্তিটি আমার পেছনেই রয়ে গেল, সে আমার সঙ্গে এলো না, আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল— দূরে পূর্ণিমার উদ্ভাসিত ঐ মূর্তিটির দিকে অগ্রসর হও।

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর লক্ষ্য করলাম, মূর্তি নয়— মানুষ, মানুষ মানে এক্ষেত্রে ষ্যনুম একজন। হিস্ট্রি বইতে যে রকম দেখেছিলাম, অবিকল নেপোলিয়নের ভঙ্গী ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই তেমনি আড় হয়ে, দু পায়ের গোড়ালি যুক্ত, বাঁ হাতখানা করতল পর্যন্ত জামার জোড়ের ভেতরে ঢোকান, তফাৎ শুধু এই যে— ডান হাত খানা কোমরের পেছনে থাকবার বদলে এই ষ্যনুমটির হাত মুখের কাছে তোলা, ভাল করে তাকিয়ে দেখি সে হাতে লম্বা এককাঠি লেবেনচুষ দিব্যি মুখে পুরে দিয়ে চুষছেন।

আমি কাছে যেতেই মুখ থেকে কাঠি সরিয়ে ষ্যনুমটি বললেন, স্বাগতম। আমার নাম তানেহাম। এই বলে কাঠি লেবেনচুষ আবার মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুষলেন আর আমার দিকে মিটিমিটি চোখে তাকিয়ে রইলেন।

আমি জানি না বীথিপৃতে ভদ্রতার ধরণ-ধারণ কি, পৃথিবীতে আমরা মোটামুটি পাশ্চাত্য কেতা কায়দাই ব্রহ্মাণ্ডের জন্য সত্যি বলে মেনে নিয়েছি, অতএব আমি শেকহ্যাণ্ড করার জন্য হাত বাড়িয়ে বললাম, আমি পরান মাস্টার আপনার সাক্ষাৎ লাভ করে প্রীত হলাম।

তানেহাম আমার বাড়ান হাতের দিকে অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর মাথা নেড়ে, না, আপনার মন আমি তন্ন তন্ন করে দেখলাম, আপনার তো পাঞ্জা লড়বার ইচ্ছে নেই, হাত বাড়ালেন যে?

বললাম, ভিনদেশে ভিন্ন আচরণ, আপনার দেশে শেকহ্যাণ্ড নেই বুঝলাম।

তানেহাম তাঁর অনুপস্থিত ভ্রূ তুলে বললেন, আচরণটি আপনার পক্ষেও তো ভিনদেশী বটে। তবু হাত বাড়ালেন যে তাই অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম।

আবার তিনি কাঠি লেবেনচুষ মুখে পুরে দিলেন।

এই দেখবার জন্য আমাকে নহাজার আলোকবর্ষ দূরে এই ধাপধারা বীথিপৃতে আনা হয়েছে না কি?

BanglaBook.org

এদের এখানে আবার মনে মনেও কিছু ভাববার জো নেই, মুহূর্তে সব টের পেয়ে যায়, তার প্রমাণ আমি পথেই পেয়েছি।

তানেহাম বললেন, আপনি আমাকে কাঠি লেবেনচুষ চুষতে দেখে অবাক হচ্ছেন। আপনি ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন যে বীথিপৃর আমিই প্রধান, আমি আপনাদের ভাষায় বীথিপৃর সম্রাট, আপনাদের মহা গৌরবের বস্তু মোগলদের দরবারী বর্ণনায় জিললুল্লাহ্ অর্থাৎ ঈশ্বরের ছায়া। তাই আমি যখন কাঠি চুষছি, আপনার বিস্মিত হবার কথাই। আপনার কাছে আমি একটা বিশেষ ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থী বলেই আপনার কৌতূহলও আমি উপেক্ষা করতে পারি না। অতএব আপনাকে এই কাঠি লেবেনচুষের ব্যাখ্যা দিই। মানুষ হোক, ষ্যনুম হোক বা ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনো সূর্যের যে কোনো গ্রহেরই কোনো উন্নত প্রাণী হোক, সে যখন ক্ষমতার চূড়ান্ত শিখরে পৌছায়, তখন তার ইচ্ছা কাজে পরিণত হতে শুধু উচ্চারণের অপেক্ষা মাত্র। যখন যুদ্ধ, গণহত্যা, পারমাণবিক ধ্বংসলীলাও আর মোটেই উত্তেজনাকর নয়, তখন আমাদের জন্য আবার সেই শৈশবেরই দ্বারস্থ হতে হয়; শৈশবে তো আর ফিরে যাওয়া যায় না, ফিরে যাবার অভিনয় করতে হয়, তাই লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনাদের পৃথিবীতে বড় বড় শক্তিমানেরা মিলে নার্সারী খেলাঘর বানায়, যার নাম জাতিসংঘ, আমাদের গ্রহে আমি একাই শক্তিমান বলে অগত্যা কাঠি লেবেনচুষ চুষি।

তানেহামের কথাগুলো শেষ দিকে আমার কানে ঠিক ভাল মত গেল না, তার কারণ মাঝখানে তিনি বলেছেন— একটি বিশেষ ব্যাপারে তিনি আমার সাহায্যপ্রার্থী; আমি বড় ভাবিত হয়ে আছি সেই থেকে।

অবিলম্বে তিনি জামার জোড় থেকে হাত বের করে আমাকে করতল দেখিয়ে দিলেন। ভঙ্গীটার অর্থটা অনুধাবন করতে পারলাম না; বীথিপৃতে ষ্যনুমদের চালচলন আলাদা, সে এখন আমি জেনে গেছি। পরে অবশ্য তার সংলাপে অনুমান করলাম, ভঙ্গীটির অর্থ হচ্ছে— আমি কি আসন গ্রহণ করে তাকে বাধিত করব?

তার পেছনেই মর্মর পাথরের আসন দেখিয়ে তিনি বললেন, বসবেন না? আপনি আসন গ্রহণ করলেই আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি একে একে দিয়ে যাব।

আমি পৃথিবীর চিরাচরিত ভঙ্গীতে দু হাত তুলে বললাম, দোহাই আপনার, আমাদের জন্যে এ বড় কষ্টকর। মুখ বুঁজে বসে আছি, আরেকজন ক্রমাগত বলেই যাচ্ছে, আমাদের তাতে পেট ফুলে ঢোল হয়। দয়া করে আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন, আমি জানি আপনাদের বীথিপৃতে প্রশ্ন করবার দরকার হয় না, কিন্তু আমার উদরের স্বাস্থ্যের জন্যে প্রশ্নটা করা খুবই জরুরী।

তানেহাম আমার সমুখে আসন গ্রহণ করে বললেন, বেশ, আপনি প্রশ্ন করুন, যদিও তা নিতান্তই অনাবশ্যক।

আপনি একটি বিশেষ সাহায্য প্রার্থনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেটি কি?

আপাতত এর উত্তর দেব না। তানেহাম ঈষৎ রক্তাভ হয়ে বললেন, আপনাদের ঐ প্রশ্ন করবার রেওয়াজটির অসুবিধে কোথায় জানেন? কখন কোন প্রশ্ন করা উচিৎ, তা নির্ণয় করতে পারেন না। তবে, আপনি অতিথি এবং আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী, অতএব উপায় নেই।

BanglaBook.org

আপনি প্রশ্ন করে যান, প্রশ্ন যদি ধারাবহির্ভূত হয় উত্তর না দেবার অধিকার আমার রইল। হ্যাঁ আপনার প্রশ্ন।

আমি ভাল বিপদে পড়লাম, যেটা গোড়াতেই আমার জানা দরকার সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারব না, তাহলে কেন প্রশ্ন করি? আর যে প্রশ্ন করব সেটাই যে তানেহামের বিবেচনায় ধারাবহির্ভূত হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি? আমি তো তাঁর মত বীথিপৃর ষ্যনুম নই যে বই পড়ার মত অপরের মন পড়তে পাড়ি।

ইতস্ততঃ করে গোড়া থেকেই শুরু করলাম।

আপনার যদি পৃথিবীর কোনো মানুষেরই সাহায্য নেবার দরকার ছিল তো এত জ্ঞানীগুণী থাকতে আমার কাছে কেন লোক অর্থাৎ ষ্যনুম পাঠালেন?

পরের প্রশ্ন।

অর্থাৎ একটিরও উত্তর তিনি এখন দেবেন না। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম,

পৃথিবীতে এত দেশ থাকতে আপনার নক্ষত্রযান বাংলাদেশেই নামালেন কেন?

পরের প্রশ্ন।

এটিও কি ধারাবহির্ভূত হয়ে গেল?

পরের প্রশ্ন।

আমার একমাত্র বাক্যটি কিন্তু ঠিক প্রশ্ন ছিল না। প্রশ্ন নাকচ হবার কারণে বিস্ময় প্রকাশ করছিলাম।

আপনারা এই আরেক মস্ত গোলমেলে ব্যাপার করে থাকেন। বিস্ময় প্রকাশ করতে প্রশ্নের আশ্রয় নেন। অর্থাৎ বিস্ময় সম্পর্কেও আপনারা পূর্ণ কোন ধারণা রাখেন না। আমি না ক্ষেপে গিয়ে পারলাম না। বলেই ফেললাম, এতই যদি আপনার সমালোচনা আমাদের সম্পর্কে, তাহলে সাহায্যের জন্যে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছেন যে?

তানেহাম স্মিত হয়ে বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। আপনাদের কিছু কিছু দুর্বলতাই আমার সাহায্য প্রার্থনার প্রসঙ্গ।

অর্থাৎ?

পরের প্রশ্ন।

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, মহামান্য তানেহাম, আমি বাড়ি ফিরে যাবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল, আপনার ষ্যনুমটি আমাকে বলেছে এক বিপলের মধ্যেই আমাকে জলেশ্বরীতে আমার পেছন বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে, সময় মত ফিরে না গেলে আমার স্ত্রী বড় বিচলিত হয়ে পড়বেন, আমার ছোট মেয়ে গুলী এখন নিশ্চয়ই জিলিপির জন্যে কাঁদাকাটা শুরু করে দিয়েছে, আসবার পথে তাকে ডাকতেই সে জিলিপি খাবার বায়না ধরে ঘুম থেকে উঠেছিল। বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবস্থা, আপনার জগতে তো কিছুই অজানা থাকে না। আপনি বরং নিজে থেকে নিজের মত করে উত্তর দিয়ে যান, আমি মুখ বন্ধ রাখলাম। শুধু ঐ বিপলের মধ্যেই আমার ফিরে যাওয়াটা নিশ্চিত করবেন।

অবশ্যই। বলে তানেহাম কাঠি লেবেনচুষ মুখে দিলেন।

BanglaBook.org

আমাদের ঘিরে পূর্ণিমার আলোটি বেশ ছোট হয়ে এলো ধীরে ধীরে, সমস্ত হলঘরের ভেতরে এখন আমরা দুটি প্রাণীই আলোকিত মাত্র এবং ভিন্ন দু সূর্যের দু গ্রহের মানুষ, তিনি সম্রাট, আর আমি প্রাইমারী ইস্কুলের শিক্ষক। তানেহাম মুখ থেকে লেবেনচুষ সরিয়ে বললেন, হ্যাঁ, অবাক হবার কিছু নেই, একমাত্র শিক্ষকের কাছেই সম্রাটকে জানু পেতে বসতে হয়, যদিও সম্প্রতি শুনেছি যে পৃথিবীতে ভাবী সম্রাটতো দূরের কথা, ভাবী আর্দালিও শিক্ষককে উল্টো প্রহার করে। না, আপনার ও আমার সাক্ষাৎ মোটেই বিস্ময়কর নয়।

আমাদের এই গ্রহের পরিস্থিতি আপনাদের গ্রহ থেকে বিন্দু মাত্র ভিন্ন নয়, কেবল দুটি প্রসঙ্গ বাদে। এক, বীথিপৃতে আমিই একমাত্র শক্তি, আপনাদের পৃথিবীতে একাধিক। দ্বিতীয় ভিন্নতা, আপনারা ধর্মে বিশ্বাস করেন, আমরা করি না। ধর্মকে আমরা একদা দুর্বলতা বলে ত্যাগ করেছিলাম— এখন দেখছি সেই দুর্বলতাটুকুই বড় শক্তি ছিল।

আমার সন্দেহ হলো, হয়ত আমাকে ডাকা হয়েছে কিছু দ্বীনি হেদায়েত করবার জন্যে। আমি অবাক হয়ে গেলাম; কারণ মনের কিছুই যদি এদের কাছে গোপন না থাকে তো এদের ভাল করেই জানবার কথা যে, ধর্মের আমি কিছুই জানি না, আল্লাহ গুনাহ মাফ করুন, নামাজটা পর্যন্ত ঠিক মত পড়া হয়ে ওঠে না।

তানেহাম আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনার এ সংশয়ের অবসান এক্ষুণি হবে। আমাকে বলতে দিন। বীথিপৃতে আমি একাই শক্তিমান, পুরো গ্রহই আমার সাম্রাজ্য, তাই বলে ভুলেও ভাববেন না যে, এখানে যুদ্ধ নেই, অস্ত্র ব্যবহার নেই, নির্যাতন নেই, আন্দোলন নেই। আপনাদের পৃথিবীতে যা যা আছে; এখানেও তাই আছে, বরং একা আমাকে সামাল দিতে হয় বলে, মাত্রাটা একটু বেশি প্রয়োগ করতে হয়। বাংলাদেশে শুনেছি একাত্তরের গণহত্যায় তিরিশ লাখ লোক মারা গেছে, কেউ কেউ অবশ্য পরে অনেক কমিয়ে বলে সংখ্যাটি, সে যাই হোক, আমার এখানে ওই পরশুদিনেই এক অভিযানে সাড়ে তিন কোটিকে বীথিপৃলীলা থেকে মুক্তি দেয়ার দরকার হয়ে পড়ল। আবার এর পর প্রতিক্রিয়া আছে। যত মরবে তত আন্দোলন হবে। বলতে গেলে আপনাদের পৃথিবীর তুলনায় এখানে তুমুল ব্যাপার। তবে আপনাদের একটা সুবিধে আছে। সব সময় মানুষ মেরে ঠাণ্ডা করবার দরকার হয় না। বস্তুত নির্বোধ শাসকরাই আপনাদের ওখানে হত্যা আর নির্যাতন চালায়। চালাক যারা তারা ধর্মকে ব্যবহার করে। পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও বহুগুণে ফলদায়ক এই জিনিসটি। ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা যায়, জীবিত অবস্থায় স্বর্গ না পাও, মারা গেলে তো পাবেই, এত হা হুতাশ করছ কেন? ধর্মের দোহাই দিয়ে বুঝান যায়, এ সবই মায়া, বিশ্ব মায়া, তুমি মায়া, আমি মায়া; অতএব তোমার রক্তপাত হচ্ছে, এটিও মায়া, তুমি দরিদ্র, এও মায়া, তুমি নিচের তলায়, সেই অবস্থানটিও মায়া ভিন্ন আর কিছু নয়। জনাব আনসার আলী সাহেব; আমি অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবেই কথাগুলো বলছি; আমি আপনাকে যে সাহায্য করবার কথা বলছিলাম তার সঙ্গে সেই কথাগুলোরই যোগাযোগ রয়েছে।

আমি ভ্রূ তুললাম।

তানেহাম খুব চট করে লেবেনচুষের স্বাদ নিয়ে বলে চললেন, আমি আগেই বলেছি বীথিপৃর ষ্যনুমেরা ধর্ম ভুলে গেছে। রাজনৈতিক কারণে আমি তাদের ভেতরে ধর্মকে আবার ফিরিয়ে

BanglaBook.org

আনতে চাই। কিভাবে তা আনা যায়— বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রবিদ ইত্যাদি বহু জনের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি শুধু বিভ্রান্তই হয়েছি। কেউ বলেছেন, ধর্ম রক্তের ভেতরে থাকে। কেউ বলেছেন, ধর্ম মনের ভিতরে থাকে। কেউ বলেছেন, রক্তও নয়, মনও নয়, ধর্ম পকেটে থাকে। নানা জনের নানা মত শুনে আমি উত্যক্ত হয়ে নিজেই একটা পরীক্ষা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সেই পরীক্ষাটির জন্য আপনাকে প্রয়োজন।

আমি কান খাড়া করে রইলাম। কোনো আঁচই এখন পাওয়া যাচ্ছে না, এদিকে কথা ফেনিয়ে চলছে, আমার বিপল না আবার পার হয়ে যায়। চান বড়ু বড় অস্থির হয়ে পড়বে।

তানেহাম বলতে লাগলেন, কিছু মনে করবেন না, আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর একটিতে জন্ম নিয়েছেন, আপনি প্রাইমারী ইস্কুলের শিক্ষক, এবং আপনি আপনার রোগব্যাধিগ্রস্ত, অনাহার ও অভাব পীড়িত পরিবারকে নিত্য আশার বাণী শোনান। এই তিনটি কারণের জন্যেই আমি পৃথিবীর যাবৎ মানুষের ভেতরে আপনাকে বেছে নিয়েছি। আপনি দরিদ্রতম একটি দেশের লোক বলে পৃথিবীতে আপনাদের কোনো কথাই কেউ বিশ্বাস করে না; অতএব ধরে নিয়েছি যে আপনি যদি ফিরে গিয়ে বলেন— বীথিপৃতে গিয়েছিলেন, ইউরোপ বা আমেরিকা হেসেই উড়িয়ে দেবে। শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, অভিযান বলুন, কোনো ক্ষেত্রেই আপনাদের মত দেশের সত্যিকার কোনো সাফল্যও তারা, অর্থাৎ পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা, গণনায় আনে না। অতএব আপনার বীথিপৃতে আগমন অবিশ্বাস্য বলে চিহ্নিত হবে; এদিকে আমার কাজটি হাসিল হবে। ব্রহ্মাণ্ডে কেউ জানবেও না, বিশ্বাসও করবে না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি হিসেবে আপনি সৎ। কিছু মনে করবেন না, সৎ না হয়ে আপনার উপায় নেই। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের নিম্নতম বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের চেয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সৎ আর কে? প্রাইমারী পাশ করে কারো কোনো লাভ নেই, তাই আপনাকে ঘুষ দিয়ে প্রশ্ন বের করে আনবার ব্যাপার নেই, সরকারী কোনো ব্যাপারে আপনার দেয়া সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য নেই অতএব আপনার সুপারিশ সংগ্রহের জন্যে কেউ আপনাকে টাকার লোভ দেখায় না, আপনার বিদ্যালয়ের সরকারী বরাদ্দও এত কম বা নেই যে তহবিল তছরুপেরও কোনো প্রশ্ন উঠে না, ইত্যাদি কারণে এই মহাবিশ্বে আপনি এবং আপনার মত সৎ ব্যক্তি আর নেই। আমি একজন সৎ ব্যক্তিরই সন্ধানে ছিলাম। তৃতীয়ত আপনি আপনার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, তাদের শুভাশুভের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুই করার সাধ্য আপনার নেই বলে আপনি তাদের অনবরত বলে থাকেন যে, আর দুটো দিন অপেক্ষা কর, ঈমানের জোরে পার হয়ে যাব এই বিপদ। এই তিন বিবেচনা করেই আপনাকে আমি বেছে নিয়েছি, নক্ষত্রযান পাঠিয়ে বীথিপৃতে এনেছি। আমার পরীক্ষা কাজে আপনি সাহায্য করুন।

প্রশ্ন করবার দরকার নেই তবু পৃথিবীর মানুষ বলেই প্রশ্ন করে বসলাম, কি রকম সাহায্য? কি রকম পরীক্ষা?

সাহায্যটি আপনার পক্ষে সুখকরই হবে। অন্ন গ্রহণের মতই ব্যাপারটি মানুষের কাছে খুব তৃপ্তিকর।

কিছুই বুঝতে পারছি না মহামান্য তানেহাম।

তানেহাম উঠে দাঁড়ালেন।

BanglaBook.org

আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

তানেহ্যম বললেন, আবার সেই হিস্ট্রি বইতে দেখা নেপোলিয়নের ভঙ্গী ধরে, আমি বিশ্বাস করি, ধর্মবোধ রক্তের ব্যাপার, রক্তের মাধ্যমেই এটা পিতা থেকে পুত্রে প্রবাহিত হয়ে যায়। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর প্রেরিত পুরুষেরা নিজ নিজ শাখায় পরস্পর আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, কেউ এমন নেই যে আধ্যাত্মিক বংশতালিকা দাবী করেননি। এ থেকেই আমি সিদ্ধান্ত করেছি, রক্তের অবশ্যই একটা ভূমিকা আছে বলে পৃথিবীতে আপনারা স্বীকার করেন। তাই যদি হয়, ধর্মহীন এই বীথিপৃতে ধর্মবোধ সঞ্চারিত করতে হলে রক্তের মাধ্যম ছাড়া আর উপযুক্ত মাধ্যম কি হতে পারে। তবে এটা যেহেতু আমার এখনো অনুমান মাত্র, তাই আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আপনি সৎ, দরিদ্র এবং ধর্মে বিশ্বাসী, আপনাকে বীথিপৃতে আনা হয়েছে আমার এই পরীক্ষাটি বাস্তবায়িত করার জন্য।

আমি বিমূঢ় হয়ে বললাম, তবু কিছুই আমার মাথায় ঢুকল না।

তানেহ্যম আবার ঈষৎ রক্তাভ হয়ে উঠলেন। বললেন, আহ, পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে এই এক অসুবিধে; তাদের যতক্ষণ না ভাষায় বলা হচ্ছে, মাথায় ঢুকছে না। সব কিছুই বানান করে বলে দিতে হয়।

রেগে গেলে পৃথিবীর আমরা লাল হয় যাই, আমার রঙ এক সময়ে বেশ ফর্সা ছিল, এখন সংসারের তাপে রঙটা পুড়ে গেলেও নলের ভেতরে বেশভূষা করার সময় যৌবন ফিরে পেয়েছি ক্ষণকালের জন্যে, বলা ভাল বিপলের জন্যে; আমার চেহারা যদি এখন রাগে লাল হয়ে যায়, বীথিপৃর এরা ধরে নেবে যে আমি বিরক্ত হয়েছি, কারণ আগেই বলেছি, এদের বিরক্ত হবার রঙ লাল; আগের মতই এখন আবার আমার আশংকা হলো, আমাকে বিরক্ত দেখে যদি আর পৃথিবীতে ফেরত না পাঠায়? যদি আমাকে প্রাণেই মেরে ফেলে?

আমি জানি এ ধরনের আশংকা একটু বাড়াবাড়ি মনে হবে, যে শুনবে তারই কিন্তু ভুলে যাওয়া কি ঠিক, যে আমি তখন পৃথিবী থেকে ন'হাজর আলোক বর্ষের দূরের এক গ্রহে? গ্রামের মানুষ ঢাকায় গিয়ে ভদ্রলোকদের বিরক্ত করতে সাহস পায় না, আমি তো পৃথিবী থেকে বীথিপৃতে। হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তানেহ্যম তখন বললেন, আপনি অগ্রসর হয়ে পাশের ঘরে যান। আমার কিছু বলে দেবার আর দরকার হবে না।

পাশের ঘর বললেই তো আর পাশের ঘর নয়; বীথিপৃর ব্যাপার স্যাপারই আলাদা; পাশের ঘর অর্থ, একেবারে আমাদের খাঁটি সংস্কৃত শব্দের মত, পাশ অর্থাৎ ফাঁদ বা জাল যেরূপ পাশবদ্ধ; একটা ফাঁদে গিয়ে পড়লাম।

নক্ষত্রযানের সেই নলের মত একটি নল, সেটাই ঘর, তবে ব্যাস কিছুটা বেশি, নক্ষত্রযানের মতই এখানেও একটি বিছানা, আর সেই বিছানার ওপর কনুই ভর দিয়ে আধো শুয়ে আছে এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী। কাঁঠালিচাঁপার মত গায়ের রঙ। জ্যোৎস্না রঙের পট্টবস্ত্র তার পায়ের কাছে লুটোচ্ছে। চোখের ভঙ্গীতে পাখি উড়ল যেন।

নিমেষে আমার কাছে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

BanglaBook.org

৯

উজির নাজির এসে যমদূতের মত উপস্থিত হলো।

বাবা, এখানে বসে গাঁজা মারছ ওদিকে রান্না কখন হয়ে গেছে। খেতে হবে না? চল চল।

পরান মাস্টার আমাকে ধরে চাপা গলায় বলল, দেখলি ছেলের ব্যবহারটা দেখলি। বাপের সঙ্গে বাক্যালাপ করার ধরনটা দেখলি?

আমিই এবার তাড়া দিলাম। বললাম, চলুন, আগে চা খেয়ে নেই।

ফিরতে ফিরতে পরান মাস্টার হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, মাইণ্ড করিসনে। ছেলে দুটোই ভাল, খুবই ভদ্র, হাজার হোক মাস্টারের ছেলে তো? তবে কিনা, তোর বাজার করে দেবার দরুন ভাল-মন্দ রান্না হয়েছে তো, দেখে গণ্ডে পিণ্ডে গেলবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। তাই কাকে কি বলছে কোনো খেয়াল নেই। গবর এগুলো আস্ত গবর।

আমি বড় চিন্তিত হয়ে খেতে বসলাম। নানা রকম কারণে চিন্তাটা বেশ পাকিয়ে উঠল। পরান মাস্টার কি সত্যিই পাগল? বীথিপুর কথাটা কি আগাগোড়াই বানানো? আর সেই যুবতী? শেষ পর্যন্ত কি পরান মাস্টার বীথিপুতেও সন্তানের পিতা হতে চলেছে?

যদি বানানো কাহিনীই হয়, তাহলে রচনার উদ্দেশ্য কি?

যদি হ্যালুসিনেশন হয়ে থাকে, তাহলে এর উৎস কোথায়? অনাহারে? না, এখন এই শেষ ধাপে এসে যেমন ইশারা পেলাম, শরীরের অপর তৃষ্ণার দরুন?

কিন্তু আমি নিজেই এখন কাহিনীটি অবিশ্বাস করবার দিকে ঝুঁকে পড়েছি। কেন? শুধু এই যে, পরান মাস্টার বাংলাদেশের এক প্রাইমারী ইস্কুলের চাকরি হারানো, দারিদ্র্যপীড়িত শিক্ষক? কই ইংরেজি বইতে যখন পড়েছি, ফ্রান্সের এক দরিদ্র কৃষক রমণী তার আলুক্ষেতে অপর গ্রহের জীব ঘোরাফেরা করতে দেখেছে, তখন তো অবিশ্বাস একেবারে করিনি? শুধু আমি কেন খোদ সভ্য দেশের মানুষগুলো তো লাখ লাখ কপি সে সব বই কিনে গোগ্রাসে গিলেছে। যখন পড়েছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড়ন্ত পিরীচ দেখা গেছে; যখন ঝকঝকে পকেট বুকে পড়েছি ব্রাজিলের এক যুবককে স্পেসশীপ এসে নিয়ে যায়, তাকে এক ভিন্ন গ্রহের রমণীর সঙ্গে তারা মিলিত করে, তখন তো বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করেছি। আর এই জলেশ্বরীতে বসে পরান মাস্টারের কথা গাঁজা বলে উড়িয়ে দিচ্ছি? কেন? নিতান্ত বাংলাদেশের মানুষ বলে? অপর জগতের মানুষের সাক্ষাৎ পাবারও উপযুক্ত আমরা নই? এতই দরিদ্র আমরা যে কল্পনাবিলাস থেকেও বঞ্চিত?

মোটামুটি চাঁদের আলোতেই আহার শেষ হল। বাজার থেকে দুটো মোমবাতিও কিনে এনেছিলাম। আমার জানাই ছিল যে, এ বাড়িতে আলো জ্বালাবার পাট অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। আহার শেষ হতে না হতেই পরান মাস্টার ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল।

BanglaBook.org

চাঁদের আলোয় এঁটো হাত ধুচ্ছি, বড় মেয়ে দুলি আমার হাতে পানি ঢেলে দিচ্ছে। হঠাৎ চোখ তুলে তাকে দেখে বড় মিষ্টি লাগল। মনে পড়ে গেল এই মেয়েটির বিয়ের বাজার করতে গিয়েই পরান মাস্টার সর্বস্বান্ত হয়ে ফেরে।

আমাকে তাকাতে দেখেই দুলি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

তোমার নামই তো দুলি?

মাথা দুলিয়ে নীরবে হ্যাঁ বলল সে।

আর কি বলতে পারি? বললাম, ভাল আছ তো? বলেই বুঝলাম এ সংসারে এর চেয়ে নির্মম প্রশ্ন আর কিছু নয়। অপ্রতিভ গলায় উচ্চারণ করতে শুনলাম নিজেকে, তা দুলি তুমি একবার এসো না আমাদের বাড়িতে, বেড়িয়ে যেও। তোমাকে সেই কত ছোট দেখেছিলাম।

অন্ধকারের ভেতর দুলি আত্মগোপন করল।

ফুলি আমার হাতে পান দিল।

ফুলির মুখের দিকে তাকালাম। বুকের ভেতরে বড় মায়া করে উঠল আমার। বললাম, ফুলি না?

হ্যাঁ!

তোমাকেও অনেক ছোট দেখেছিলাম।

পাশ ফিরে দেখি ছোট মেয়েটি আমার হাত ঘড়িটা অবাক হয়ে দেখছে। ডিজিটাল ঘড়ির লেখা পাল্টাচ্ছে টক-টক করে, দেখে হাঁ হয়ে গেছে। মুখখানা দেখেই বোঝা যায় একেবারে ছেলেমানুষ নয়, কিন্তু অপুষ্ট দেহ থেকে শৈশব যায়নি।

পরপর তিনটি মুখ আমার সমুখ দিয়ে পার হয়ে গেল, যেন একটি নীরব আর্তনাদের মিছিল দেখলাম।

পরান মাস্টার বলল, বসবি আবার? কালভার্টে?

আমি মাথা দুলিয়ে বললাম, এখন থাক না? আমার বুকের ভেতর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, সেটাই বাস্তবে দাঁড় করিয়ে বললাম, শরীরটা ভাল লাগছে না, যাই।

পরদিন সকালে আমি ইস্টিশানের লাগোয়া সেই চায়ের দোকানে গেলাম। এবং সেখানে তরুণদের সঙ্গে ভাব করতে গেলাম। ওদের কেউ কি দুলিকে বিয়ে করবে না? আমি যদি উদ্যোগী হই? ফুলিকে? আমি যদি কিছু সাহায্য করি?

কিন্তু কথাটা তো একদিনেই তোলা যাবে না, সময় লাগবে; তাছাড়া আমাকেও বুঝে দেখতে হবে, এদের ভেতরে কে ভাল ছেলে, কার উপার্জন আছে। ওদের ভেতরে একটি ছেলে আমার বেশ চোখে পড়েছিল, আমি দোকানে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে এখন হাসলাম।

না, বেশ ভদ্র আছে। একেবারে উঠে এলো আমার কাছে, অপ্রস্তুত একটু হেসে বলল, বসবেন না কি? আসন নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, আমাদের খুব লণ্ডনের গল্প শুনতে ইচ্ছে করে।

তাই?

আগ্রহের সঙ্গে আরো কয়েকজন আমার কাছে ঘনিয়ে বসল।

একজন প্রশ্ন করল, আচ্ছা লণ্ডনে না কি মাটির নিচে সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেন চলে?

BanglaBook.org

মানুষের দম বন্ধ হয়ে যায় না? যদি সুড়ঙ্গ ধসে পড়ে? ভয় করে না?

হাজার রকমের প্রশ্ন।

একে একে উত্তর দিয়ে চললাম, বর্ণনা করে চললাম, ওরা হাঁ করে শুনতে লাগল। হঠাৎ আমার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এলো।

বললাম, তোমাদের এ সব বিশ্বাস হচ্ছে?

ওরা অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ, হবে না কেন?

কেন হবে?

আপনি সেখানে গেছেন যে, দেখে এসেছেন যে, বাহ্।

এতক্ষণে বেশ জমে উঠেছিল ওদের সঙ্গে, পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করলাম, তাহলে পরান মাস্টারের কথা বিশ্বাস কর না কেন।

হা হা করে হেসে উঠল ওরা, যেন ভারি মজার কথা বলেছি। বললাম, উনিও তো বলছেন, উনি গিয়েছেন।

যে ছেলেটিকে আমার গোড়াতেই পছন্দ হয়েছিল সে বলল, আপনার নিজের কি বিশ্বাস হয় এসব শুনে?

উত্তর দিলাম না।

ছেলেটি আবার বলল, আপনি কি মনে করেন না উনি পাগল?

উত্তর দিলাম, না, আমি মনে করি না, উনি পাগল।

আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

প্রশ্ন করলাম, তাহলে বল, পাগল তোমরা কাকে বলবে?

যে পাগল সে-ই পাগল।

কে পাগল?

পাগলই পাগল।

তরুণেরা উত্তর দিচ্ছে বটে, আমি কিন্তু লক্ষ্য করছি যে তারা বিহ্বলবোধ করতে শুরু করে দিয়েছে।

বললাম, তোমরা কিন্তু চরকি ঘোরার মত ঘুরছ। পাগলকে পাগল বলছ কিন্তু কে পাগল তা বলতে পারছ না, কেন একটা লোককে পাগল বলবে তা বুঝাতে পারছ না।

হঠাৎ তরুণদের একসঙ্গে চোখ তুলতে দেখে আমিও পেছন ফিরে দেখি দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে পরান মাস্টার।

সে ভেতরে এসে বলল, আমার কথা হচ্ছিল বুঝি? আমি ছাড়া তো আপনাদের কোনো কথা নেই। হুঁ পাগলই বলুন আর যাই বলুন, সবার মাথার মধ্যে বসে আছি তো? বলেই পরান মাস্টার খ্যাঁ খ্যাঁ করে হাসতে লাগল।

তরুণেরা আমার দিকে ঘুরে তাকাল এবং প্রায় একই সঙ্গে। চোখে যেন একই প্রশ্ন সবার, এখন বলুন এ লোক পাগল নয় তো কি?

চোখ নামিয়ে নিলাম আমি।

একজন তরুণ বলল, ও মাস্টার সাব এক কাপ চা খাবেন?

BanglaBook.org

খাওয়াবেন?

চায়ের সঙ্গে টা-ও খেতে পারেন।

পরান মাস্টার ইতস্ততঃ করে উঠল। বুঝতে পারলাম, এই আতিথ্যের প্রস্তাব সে সরল মনে নিতে পারছে না, তার কিছু একটা সন্দেহ হচ্ছে। পরান মাস্টার বলেই ফেলল, আজ এত খাতির করছেন যে? অন্য দিন তো পাগল বলে হা-হা করে হাসেন।

বারে বা, আপনি ভুলে গেছেন? কতদিন আপনি নিজেই চা খেতে চেয়েছেন, খাওয়াইনি আমরা?

ও হ্যাঁ,তাও তো এক কথা, আচ্ছা, হোক চা। বলে পরান মাস্টার নিজেই উঠে গিয়ে মিষ্টির আলমারির সমুখে দাঁড়াল। দোকানীকে বলল, ভিজে গজা করেননি, ভাই? বড্ড ভিজে গজার সাধ হচ্ছিল।

পরান মাস্টার আলমারির কাছে উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এক তরুণ আমাকে হাতে ঠেলা দিয়ে বলল, আপনি যে বলেছিলেন, উনি পাগল কি করে বুঝলাম? ওঁর গল্প বোধ হয় শোনেননি। বদ্ধ পাগল না হলে কারো মাথায় ওসব কথা আসে না। আমরা পয়লা পয়লা মনে করেছিলাম, মাস্টার সাব বোধ হয় মহাতামাক অভ্যেস করেছেন। পরে দেখি না তা নয়, আরো ওপরে উঠে গেছেন।

সকলে চাপা গলায় হেসে উঠল এ কথা শুনে।

পরান মাস্টার হাতের থাবায় দু'খানা বালুসাই এনে, বেঞ্চের ওপর পা তুলে বসে, বড় এক কামড়ে একখানা আস্ত উড়িয়ে দিল। আরেকটাতে কামড় দিতে গিয়েও থেমে গেল সে, হঠাৎ সকলের দিকে লজ্জিত হাসি ছুঁড়ে বালুসাইখানা কোমরে গুঁজে রেখে বলল, চান বড়ুর জন্য।

একজন বলল, মাস্টার সাব একে আপনি সেই যে সেই গল্পটা বলেছেন?

তরুণের চোখের টুসকি দেখেই ধরে ফেলল পরান মাস্টার। বলল, সেইটা তো?

হ্যাঁ, বলেছেন?

পরান মাস্টার চোখে সন্দেহ নিয়ে কিছুক্ষণ সবাইকে দেখল, তারপর বলল, না, আপনারা বিশ্বাস করেন না, এখানে বলব না।

বলুন না, বলুন।

তরুণটি আমার কানে ফিসফিস করে বলল, শুনেই দেখুন যদি আপনি নিজেই পাগল না বলেন তো, কি বলেছি।

বলব? পরান মাস্টার ইতস্ততঃ করে; একবার তরুণদের দিকে চোখ রাখে, একবার আমার দিকে। বলব?

হ্যাঁ বলুন বলুন।

মাইরি বলছি, আজ অবিশ্বাস করলে ফাটাফাটি হয়ে যাবে। রক্তারক্তি হয়ে যাবে। হ্যাঁ।

আমি বড় অস্বস্তিবোধ করে উঠলাম। ভাবলাম, পরান মাস্টারকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই; শেষে একটা গণ্ডগোল না হয়ে যায়।

BanglaBook.org

ঠিক তখনই পরান মাস্টার আমার দিকে হেসে বলল, তাহলে বলি। সেদিন তোকে বলতে গিয়েও বলা হলো না; পিণ্ডি গেলবার জন্যে ছুটতে হলো। শালা এই পিণ্ডির ডাক পড়লে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত হাত ধুয়ে নড়ে-চড়ে বসে।

১০

ধিরি ধিরি মিঠি মিঠি হেসে চলেছে মেয়েটি, আমি আর পালাবার পথ পাইনে। একেবারে নলের ভেতরে বন্দী, মসৃণ ঝকঝকে দেয়াল, নিপাট নিশ্ছিদ্র, দরোজা জানালা কিচ্ছু নেই, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নেই, আমি পাগলের মত ছোটাছুটি করছি। বেরুবার পথ পাইনে, আবার যেদিকেই যাই মেয়েটিকে আড়ালে রাখতে পারিনে— সমুখেই দেখি সে বিছানায় আধো শুয়ে আছে।

আমি তখন অধোবদনে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম।

কোকিলার মত সুরেলা গলায় মেয়েটি কথা কয়ে উঠল, পরান, তুমি কি বিরক্ত হয়েছ?

সেই পুরোনো কাণ্ড আর কি। অমি লজ্জায় লাল হয়ে গেছি, তিনি তাঁদের গ্রহের হিসেবে বুঝে নিয়েছেন বিরক্ত হয়েছি। মাথা নাড়ালাম। আর সেটাই এক মহাভুল হয়ে গেল। মেয়েটি বিছানা ছেড়ে উঠে এসে আমার হাত ধড়ল তখন।

বলল, তাহলে?

তাকিয়ে দেখি, মেয়েটির মুখে সবুজ আলো খেলা করছে। বুঝলাম লাজে রাঙ্গা হয়েছেন দেবীটি।

কোকিল আবার কথা কয়ে উঠল, আমার নাম তীবযু?

এই বলে হাত ধরে সে আমাকে বিছানার ওপর বসাল। বসতেই হলো কারণ সেই নলের মধ্যে আর কোনো আসবাব নেই, আমারও পা থর থর করে কাঁপছিল; অজানা রমণীর বিছানাতেই আশ্রয় নিতে হলো।

তীবযু আমার হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি?

আমি চুপ করে রইলাম অধোবদন বজায় রেখে।

তীবযু আমার চিবুক ধরে বলল, আমার দিকে তাকাতেও তোমার ইচ্ছে করছে না? আমি কি তোমাদের পৃথিবীর হিসেবে খুবই কুৎসিত? তুমি কি জানো এই বীথিপৃতে আমি এবার মিস বীথিপৃ হয়েছি? তার অর্থ বোঝ? আমি এই বীথিপৃর সেরা সুন্দরী। আর সে জন্যেই তানেহাম আমাকে স্মরণ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ যে স্বয়ং তানেহামের একটি পরীক্ষার কাজে আমি লাগতে পারছি। তানেহামের সেবা যে করে সে মহাগৌরবের অধিকারী হয়, তার মুখের প্রতিকৃতি কম্পিউটার যন্ত্রে অনন্তকালের জন্যে রক্ষিত হয়। তোমাদের পৃথিবীতেও তো এই

BanglaBook.org

ব্যাকুলতা আছে, মানুষ কৃতী সাধনের চেয়ে আপন মুখের প্রতিকৃতি সংরক্ষণে বেশি যত্নবান হয়। তুমি আমাকে তোমার অবহেলা দ্বারা এই অমরত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে, পরান?

একটা বিষম দায়ের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমাদের বয়সকালে শিক্ষা পেয়েছিলাম, কখনোই কোনো রমণীর মনে আঘাত দেবে না। আবার এদিকে, অঘাত না দিতে হলে যে কাজ এখন করতে হয়, সেটা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পাঁচ সন্তানের পিতা হয়েছি, এখনো আরও দু'চারটি জন্ম দিতে পারি, কিন্তু পাপ কখনো করিনি! পৃথিবীতে যা করিনি এই বীথিপৃতে এসে তাই করা যায়?

আগেই বলেছি, এ গ্রহের ষ্যনুমেরা আবার অপরের মনের কথা পরিষ্কার দেখতে পায়; ভাষায় কিছু বলতে হয় না।

তীবযু বলল, তুমি ইতস্ততঃ, করছ কেন? অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা কি তোমাদের পৃথিবীতে অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত নয়? হ্যাঁ, তা বটে। তবে দৃষ্টান্তটি অনুমোদনযোগ্য হতে হবে।

অনুমোদনযোগ্য? কার অনুমোদন? তোমার।

আমি ইতস্ততঃ করি।

তীবযু আমার দিকে মোহিনী চোখ মেলে বলল, কথা বলছ না, কারণ, তুমি জান তোমার অনুমোদনের কোনো মূল্য নেই। আসলে, পৃথিবীতে সমাজ যা অনুমোদন করে সেটাই আদর্শ, সেটাই অনুসরণযোগ্য, তাই নয়?

হ্যাঁ, তাই বটে। আমি উৎসাহের সঙ্গে এবার বলে উঠলাম, আমার সমাজ এটা অনুমোদন করবে না, তীবযু। ফিরে গেলে আমি তাদের মুখ দেখাতে পারব না।

কি যে বল। তীবযু ভঙ্গী ধরে বসে রইল, যেন আমি মহামূর্খের মত একটি কথা বলে ফেলেছি। অচিরে সে আবার আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো, আমি সরে বসতে গেলাম, নলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আড় হয়ে পড়লাম, প্রায় আমার গায়ে গা চেপেই তীবযু বলে উঠল, তোমাদের নামী দামী মানুষেরা মুখ দেখায় কি করে? বিদেশ থেকে ফিরে এসে?

অর্থাৎ?

আহ, প্রশ্ন কোর না, পরান। প্রশ্ন করবার দরকার নেই। আমি বলে যাচ্ছি, তুমি শোন তোমার সমাজে যে দৃষ্টান্ত আছে, তোমাকে তাই অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে, এর বেশি কিছু নয়। পৃথিবীতে, বিশেষ করে তোমার স্বদেশ বাংলাদেশে এটা নূতন কিছু নয় যে,বিদেশ গিয়ে বিবাহ ব্যতিরেকে যুবতীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। আমরা এমন সংবাদও রাখি যে, তোমার স্বদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বিদেশে নিতান্ত বুভুক্ষু হয়ে পড়েন, নৈশ মিলন কেন্দ্রগুলোতে যান এবং স্বদেশে ফিরে এসে বেমালুম তা চেপে যান। তাঁরা যা অনবরত পারেন, তুমি কেবল একটি বারের জন্যে তা পারবে না? তুমি মনে কর না কেন, যে, তুমি পৃথিবীতে নয়, ব্যংকক অথবা প্যারিসে এসেছ? হ্যাঁ, তুমি ভেবে দ্যাখ, পরান আমি কোনো নতুন কথা তুলিনি। এবং এই সঙ্গে এটাও তোমার ভাবনায় এনে দেই যে, তুমি নিতান্ত স্ফূর্তির জন্যে নয়, এক উন্নত গ্রহের সম্রাটের অনুরোধ রক্ষার জন্যে আমার প্রতি অগ্রসর হবে। তোমাদের পৃথিবীতে তো কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধ রক্ষা, যত অন্যায়ই হোক, বড় পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়, আর

BanglaBook.org

এ ক্ষেত্রে তো একটি গ্রহের সর্বময় প্রভু স্বয়ং অনুরোধ করছেন। হ্যাঁ, তবে তোমার বাংলাদেশে তোমরা। বড় সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করে কিঞ্চিত পুরস্কার পাও, এ ক্ষেত্রেও আমি অঙ্গীকার করছি যে তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। বাংলাদেশে যেমন সে পুরস্কারটি তোমরা গোপন রাখ, ইচ্ছে হলেই আমাদের পুরস্কারটি তুমি গোপন রাখবে। অথবা প্রকাশ করতে পার, কারণ বীথিপৃতে যে পুরস্কার করতলগত হয়েছে তার দরুণ স্বদেশে তোমাকে দুর্নীতি দমন বিভাগে আসামী হয়ে হাজির হতে হবে না। তোমরা তো বিদেশের কমিশন উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে থাক; এবং আমরা জানি, স্বদেশের এহেন উপার্জনের চেয়ে বিদেশের উপার্জন তোমাদের ওখানে বিশেষ, সম্মানজনক। তুমি কেন ইতস্ততঃ করছ? এখন দেখতে পাচ্ছ তো, যে, তুমি বস্তুত সমাজের অনুমোদিত পথই অনুসরণ করছ?

আমি ভ্রূ তুলে বসে রইলাম।

তীবযু বলল, তোমাদের মত আমার ভ্রূ থাকলে আমিও এখন ভ্রূ তুলে তোমাকে দেখতাম যে, তুমি কতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন হতে পার।

আমি ভ্রূ নামিয়ে নিলাম।

তীবযু সেটাকে আমার নরম হবার ইঙ্গিত বলে মনে করল কি-না জানি না; তবে সে রকম মনে করবার কথা নয়, কারণ এরা মনের কথা নিমেষে টের পেয়ে যায়। অথচ তীবযু এখন যা বলল তাতে বোঝা গেল যে সে ধারনা করেছে আমি সম্মত হয়েছি— তবে কি আমিই আমার মন বুঝতে পারছি না? —তীবযু এখন বলল, তবে আর দেরি করে কি হবে? তোমারও ফিরে যাবার আছে। আমিও মিলিত হবার পরই পরীক্ষাগারে দশ মাস দশ দিনের জন্যে প্রবেশ করব। তানেহাম অধীর অপেক্ষা করছেন। তাঁর বিশ্বাস পুরুষ দিয়ে যে সন্তানের জন্ম হবে, তার ভেতরে ধর্মবোধ পরিলক্ষিত হবে। তাঁর এই পরীক্ষা যদি সফল বলে প্রমাণিত হয়, আমি আদি মাতা বলে এই বীথিপৃতে স্বীকৃত হব এবং সে পরিস্থিতিতে আমার কেবল প্রতিকৃতিই নয়, আমার ত্রিমাত্রিক প্রতিমূর্তিও অমর কম্পিউটার যন্ত্রে সংরক্ষিত হবে; ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কম্পিউটারের বোতাম টিপলেই আমাকে জ্বলজ্যান্ত দর্শন করতে পারবে। তোমাদের পৃথিবীর মতে আমিও ভবিষ্যতে দেবী রূপে পূজিত ভজিত হবার আশা করছি। তীবযু লীলাভরে আমাকে আকর্ষণ করল। তার কাঁঠালি চাঁপার মত গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে জোর সামলে নিলাম। তীবযু ঈষৎ রক্তাভ হয়ে উঠল।

আমি করজোড়ে বললাম না তীবযু, তুমি আমার দুলির মত।

দুলি কে ?

আমার বড় মেয়ে। বড় দুঃখী মেয়ে। অবশ্য তোমাকেও আমি দুঃখী বলে মনে করছি না। আমি কেবল বলছি যে, তুমি আমার মেয়ের মত, আমার পক্ষে এ সম্ভবই নয়।

তীবযু তিরস্কার করে বলল, শিক্ষক হয়েও তুমি যুক্তিবিজ্ঞানের কিছুই জান না, দেখছি। মেয়ের মত আর মেয়ে —এক কথা নয়।

তানেহাম যে কেন 'পাশের ঘর' বলেছিল এবার মর্মে মর্মে টের পেলাম— এ যে মহা ফাঁদ এবং সেই ফাঁদে পাশবদ্ধ পরান মাস্টার জলেশ্বরী প্রাইমারী ইস্কুলের হেড মাস্টার।

তীবযু আবার বলল, চুপ করে থেকো না।

BanglaBook.org

বললাম, মা, তোমাদের তো অজানা কিছুই থাকে না; আমার মনের কথাটি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ; ভাষায় হয়ত একটু গোলমাল করে ফেলেছি; আর এ জন্যে এখন বেশ প্রশংসাও করছি যে তোমাদের এই নীরবে নিঃশব্দে অপরের মনোভাব পড়ে নেয়াটা বড়ই উপযোগী একটা গুণ, তা সে যাক— তুমি নিশ্চয়ই জান যে, তোমাকে মেয়ের মত বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি নিজে যে বুড়ো মানুষ সেইটে জানান।

বুড়ো মানুষ?

হ্যাঁ, বাঙ্গালীর পঞ্চাশ হলে আর থাকে কি, মা?

বাজে কথা।

আমি চমকিত হয়ে উঠলাম। আবার কি প্যাঁচ দেয়, কে জানে।

তীবযু বলল, তোমার দেশে পুরুষেরা সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়সেও আবার ষোড়শী বিয়ে করছে; জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলোর কর্মচারীরা আশি বছরের বুড়োকেও ধরে এনে ভ্যাসেকটমি করে ছেড়ে দিচ্ছে।

আমি অধোবদন হয়ে রইলাম; লজ্জায় নয়, রীতিমত ভয়ে।

আর নিস্তার নেই।

তীবযু তীব্র কন্ঠে বলে উঠল, ঢং।

আমি একেবারে দেশের স্বাদ পেয়ে থ, হয়ে গেলাম।

কি? রাজি ?

মনের খবর এরা রাখে, আমার উত্তর দেবার দরকার নেই। হঠাৎ দৈববাণী হলো, অতিথির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে না। মনে হলো তানেহামেরই কন্ঠস্বর। আবার শোনা গেল, প্রায় খেদোক্তি একটি, রমণী যে কোনো সূর্যের যে কোনো গ্রহের রমণীই রয়ে গেল। কণ্ঠস্বর উধাও হয়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ সুমসুম একটা শব্দ হতে লাগল, তারপর তাও থেমে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল পুরো ঘর,ঘর নয়, নল।

নলের মধ্যে আবার সেই আমি আর তীবযু।

তীবযু হেসে বলল, রাগ কর না। নিজেকে বুড়ো ভাবছ, মোটেই তুমি বুড়ো নও। আয়নায় দ্যাখ, তুমি যুবক।

পঁচিশ বছর আগের সেই মুখখানা আবার দেখতে পেলাম নলের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে আছে। ধবধবে পাঞ্জাবি পাজামা একেবারে নতুন জামাইর মত লাগছে দেখতে। নলের প্রতিফলনের পাশে তীবযু মুখ এনে বলল, এতই যদি আপত্তি, নিজের বউ হলে তো আপত্তি নেই?

কথাটি ঠিক ধরতে না পেরে, প্রতিফলন ফেলে মানুষটিকেই সরাসরি তাকিয়ে দেখবার জন্যে যেই মুখ ফিরিয়েছি, দেখি, কোথায় তীবযু?— বিয়ের কনে চান বড়ু আমার সমুখে লাল চেলিতে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেই পঁচিশ বছর আগের মত।

BanglaBook.org

১১

হা হা করে হেসে উঠল। সারা চায়ের দোকান। লক্ষ্য করে দেখি দোকান ভর্তি লোক, দোকানের বাইরে লোক, রাস্তা উপচে পড়েছে লোকের ভিড়ে। সকলে ঠা ঠা করে হাসছে।

তরুণ একজন আমার পাঁজরে খোচা দিয়ে বলল আর সব না হয় বিশ্বাস করা যায় এক মানুষ কখনো আরেক মানুষ হয়ে যেতে পারে?

পরান মাস্টার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠল, বুড়োকালে রসের ভীমরতি।

হাসির একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল যেন মাথার ওপর দিয়ে। আমি পরান মাস্টারের হাত ধরে বললাম, চলুন আপনি চলুন তো এখান থেকে।

আমার হাত প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ফেলে দিয়ে পরান মাস্টার বলল, না। যাব না। কেন যাব ?

আমি ভর পেয়ে গেলাম।

আহ, কি করছেন।

চোপ।

আসুন তো আপনি। জনতার দিকে লক্ষ্য করে বললাম, আর আপনারাই বা কি? একটা মানুষকে নিয়ে হাসতে পারছেন?

কে একজন আমাকেই বলে বসল পাগলের দেখি দোস্ত জুটেছে রে।

হা হা হা। ঠা ঠা ঠা।

চিৎকার করে উঠলাম, চুপ করুন।

হাসির তোড় আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

পরান মাস্টার তখন ভাঁটার মতো চোখ করে আমাকে বললো, এদের সঙ্গে তুই পারবি না। তুই চুপ করে থাক। বলে সে আমাকে ঠেসে বেঞ্চের ওপর বসিয়ে দিল আবার।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি যে কোথায় আছি তাই এখন আর নিশ্চত হতে পারছি না। সমস্ত কিছুই ধোঁয়ার মত ঠেকছে। অন্য জগতের মত বলে বোধ হচ্ছে। মাথার ভেতর একটি কেবল শব্দ ঘুরছে বোলতার মতো বীথিপৃ, বীথিপৃ।

কি করণে জানি না, আমি একবার প্রচণ্ড এক অব্যয় ধ্বনি করে উঠলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুখের টেবিলে মাথা রেখে এলিয়ে পড়লাম।

কানের কাছে শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, এরও হয়ে গেছে রে।

না আমি চিৎকার করে উঠলাম।

প্রায় আমারই প্রতিধ্বনি করে উঠল পরান মাস্টার, না। চিৎকার করে সে বেঞ্চের ওপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল; জনতার উদ্দেশ্যে তারস্বরে বলতে লাগল, আমি পাগল? আমার ভাই পাগল ? না, দুনিয়া পাগল ?

হা হা হা।

BanglaBook.org

ঠিক শুনেছি কি না, মাথা তুলে দেখি পরান মাস্টারও জনতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হা হা করে হাসছে।

অচিরে পরান মাস্টার বলে উঠল, হাসুন ভাইসব, হাসুন, এই শেষ হাসি হেসে নিন, আর সুযোগ পাবেন না আর চান্স পাবেন না, আর মওকা পাবেন না।

ফিরিওয়ালাদের মত এক কথাই ভিন্ন ভিন্ন শব্দে সুর করে বলে চলল সে। এই শেষ সুযোগ, লাষ্ট চান্স, আখেরি মওকা, হেসে নিন ভাইসব।

আমার কেমন সন্দেই হল। আমি পরান মাষ্টারের হাঁটু ধরে টানলাম নামিয়ে আনবার জন্যে, সে হাঁটু সরিয়ে নিল জনতার উদ্দেশে বলতে বলতে, কেন শেষ হাসি হেসে নিতে বলছি জানেন ? অনুমান করতে পারেন? ধারণা করতে পারেন?

জনতার হেসে গড়িয়ে পড়ল আরো একবার।

চায়ের দোকানদার সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, ভাই, হাত জোড় করি ভাই, আমার দোকানে না আমার দোকানে না, দোকান খালি করুন, পায়ে ধরি ভাই।

জনতার চাপে দোকানী কোথায় তলিয়ে গেল কেউ কেউ দোকানীর ভঙ্গী দেখেই হেসে খুন।

পরান মাস্টার ধমক দিয়ে উঠল, চোপ, কেউ হাসবে না। সত্যি সত্যি এবার যেন সবাই চুপ করে যায়। খবরদার দোকানে ভিড় করবেন না। গরীব বেচারা চা বেঁচে খায়, তার বিজনেস নষ্ট করবেন না। বেরোন সব, বেরোন, বলতে বলতে পরান মাস্টার বেঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে নেমে হাত ধরে হাঁচকা টান দিল। আয় কাছারির মাঠে যাই, সেখানে আল্লার দেয়া মাঠ, জায়গার অভাব নেই। আল্লার বিজনেস সেখানে খারাপ হবার ভয় নেই।

তার কথা শুনে জনতা ভারি মজা পেয়ে যায়। আবার তারা হেসে উঠল। এবার পরান মাস্টার তাদের ধমক দিল না, হাসিটাকে সমেত আমাকে টানতে টানতে সে এগিয়ে চলল কাছারির মাঠের দিকে।

মাঠের একদিকে স্পোর্টসের বিজয়ীদের স্যালুট নেবার জন্যে তিন থাকের বাঁধান একটা সিঁড়ি, তারই ভেতরে উচুঁটাতে উঠে দাঁড়িয়ে পরান মাস্টার বলতে লাগল, এতকাল আমার কথায় অবিশ্বাস। আমাকে পাগল বলে হাসা? অবিশ্বাস করে অঙ্গভঙ্গী করা? সব এখন বের হবে। একটা কথা তো এখন বলিইনি। সেইটে শোন দিকি বাবা সকল, তারপর দেখি অবিশ্বাস কর না বিশ্বাস কর। কত লোক হবে মাঠে? একশ ? দুশ? দু হাজার? পাঁচ হাজার? আমার মনে হতে লাগল যেন পুরো জলেশ্বরী ভেঙ্গে পড়েছে এখন কাছারির মাঠে।

আর কি বলবে পরান মাস্টার? আর কোনো কথা এতকাল সে বলেনি ওদের? জনতাও যেন কান খাড়া করে ঘন হয়ে এলো আস্তে আস্তে।

মনে আছে? মনে নেই? হুংকার দিয়ে শুরু করল পরান মাস্টার চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, আমি বীথিপৃত গিয়েছিলাম? তানেহাম আমাকে একটা অনুরোধ করেছিল? মনে নেই?

জনতা আবার হেসে উঠবার জন্যে তৈরী, কিন্তু হাসিটাকে চেপেচুপে রইল, যেন দেখাই যাক না কি বলে?

আর সেই কথা মনে আছে ? তীবযু আমাকে বলেছিল, পুরস্কার দেবে?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে, মাস্টার। জনতার ভেতর থেকে আওয়াজ ওঠে।

কি পুরস্কার ? বল দেখি কি পুরস্কার?

বলুন, বলে যান। টানা একটা ধ্বনি বয়ে যায় কাছারি মাঠের ওপর দিয়ে।

বলব না।

পরান মাস্টার, আকস্মিকভাবে ধাপের ওপর বসে পড়ে।

কি হলো মাস্টার কি হলো ?

না বলব না।

কেন ? কেন?

বললেই তো অবিশ্বাস করবে। পাগল বলবে। পেছন পেছন তাড়া করবে। ছোঁড়া লেলিয়ে দেবে।

না, না, না।

পরান মাস্টার আমাকে বলল, ওদের একটা কথা বিশ্বাস করিসনে। ঐ যে না না করছে, মনে মনে ঠিক তৈরী হয়ে আছে নতুন রগড়ের জন্যে, হাসবার জন্যে, অবিশ্বাস করবার জন্যে। কিন্তু জানে না যা বলব, বিশ্বাস ওদের করতেই হবে।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎ পরান মাস্টার আবার লাফ দিয়ে ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে বলতেই লাগল, একটা মেশিন।

কি? কি? কি?

মেশিন, মেশিন যন্ত্র। আশ্চর্য এক যন্ত্র। সেই যন্ত্র আমাকে পুরস্কার দেয় তানেহাম। বড় সাহেবের কাজ করে দিয়েছি না? তারাই পুরস্কার এক আশ্চর্য মেশিন। হা হা হেসে উঠল জনতা।

হাস ভাই, হেসে নাও। কি সে মেশিন ? কি কাজ হয় সেই মেশিনে?

জনতা টিটকিরি দিয়ে উঠল, পাগল তৈরী হয়।

আমি চঞ্চল হয়ে পড়লাম। পাগল শব্দটা না শুনে পরান মাস্টার ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু না, সে নির্মল হেসে উঠল।

বলল, হ্যাঁ পাগল চাইলে পাগলও সেই মেশিন তৈরী করে দিতে পারে। তবে কিছু সময় লাগবে। আমাদের পৃথিবীর হিসেবে তিন বিপল। সেই মেশিনে এখানো প্রাণী তৈরীর ব্যবস্থা নেই বীথিপুর বৈজ্ঞানিকেরা খুব খাটাখাটি করছে সেই মেশিনে প্রাণীও যাতে তৈরী হতে পারে। তিন বিপল সময় নিয়েছে তারা তানেহামের কাছ থেকে। হাজার হলেও পাগল একটা প্রাণী তো বটে?

তা বটে তা বটে। হিহিহি।

হ্যাঁ খুব হেসে নাও। লাস্ট চান্স।

বলে যাও, মাস্টার বলে যাও। সেই মেশিনে এখন তবে কি তৈরী হয় ?

প্রাণী ছাড়া সব কিছু।

সাইকেল তৈরী হয় ?

BanglaBook.org

হয়।

রেল গাড়ি?

খুব হয়।

দালানবাড়ি ?

চোখের পলকে।

জনতা এখন পাল্লা দিয়ে একেকটি জিনিসের নাম বলে চলে, আর পরান মাস্টার সায় দিতে থাকে।

হয় সব কিছু চোখের পলকে হয়। কিভাবে হয়? সরল একটি থিয়েরি। সবকিছুই অ্যাটমের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়; যেটাই তুমি দেখছ, ভেঙ্গে যাও, ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এক সময়ে অ্যাটমে গিয়ে ঠেকবে।

ভিড়ের ভেতরে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, অ্যাটম বোমার থিয়োরি নাকি? পরান মাস্টার ধমক দিয়ে ওঠে, চোপ মুর্খের দল।

হা হা করে হেসে ভেঙ্গে পড়ে সকলে।

হাস ভাই হাস, শেষ হাসি হেসে নাও অবিশ্বাসীর দল। সেই অ্যাটম হচ্ছে সবকিছুর মূলে, আর সেই অ্যাটম সব ক্ষেত্রে এক। দালানের অ্যাটমও যা, সাইকেলের অ্যাটমও তাই, তোমার দাদীর পুরোনো ছেঁড়া লেপের মধ্যেও একই অ্যাটম।

হা হা হা।

সেই অ্যাটম ভুলে যেও না, বাবা সকল। বীথিপুর বৈজ্ঞানিকেরা এমন এক মেশিন বানিয়েছে, তার কাজই হচ্ছে অ্যাটম পেলেই অ্যাটম তৈরী। করা হুবহু কপি করা, আসল নকল চেনার, উপায় নেই; যতবার চাও ততবার অ্যাটমের কপি উগরে দেবে সেই যন্ত্র।

জনতা একটু মজা পেয়ে যায় মনে হলো। ধ্বনি শোনা যায় তারপর ?

যন্ত্রটির আবার এমন বাহাদুরী অ্যাটম পেলে শুধু অ্যাটম কপি করছে তাই নয়। যন্ত্রের সম্মুখে যে জিনিস ধরে দেবে নিজের ভিতরে তৎক্ষণাৎ সেটা বিশ্লেষণ করে অ্যাটমের অনুবাদ করে ঝপাঝপ অ্যাটম বানিয়ে অবিকল সেই রকম আর একটা জিনিস হাজির করে ফেলবে চোখের পলকে। সমুখে জিনিস, পেছেনেও আরেকখানা সেই রকম জিনিস হাজির।

মাথার ওপরে চড়া রোদ, দর করে ঘাম পড়ছে পরান মাস্টারের খোলা গা বেয়ে; বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। চোখ লাল ঠোঁটের দুপাশে গ্যাজ দেখা দিয়েছে, হাতের জিগার ডালখানা পর্যন্ত ভেংটি সাপের মত মনে হচ্ছে।

ঠা ঠা ঠা।

চোপ। কথা শেষ হয়নি। এখন চিন্তা কর সকলে। সেই আশ্চর্য মেশিনের কথা চিন্তা কর।

তুমি চিন্তা কর মাস্টার।

দূর শালা পাগল।

একেবারে ক্ষেপে গিয়েছে।

পায়ে শিকল দিয়ে রাখতে হয়।

BanglaBook.org

এই রকম মন্তব্য করতে করতে জনতা পাতলা হবার উদ্যোগ নেয়, সরে পড়তে শুরু করে দু একটা ছোড়া ঢিল ছোঁড়ে পরান মাস্টারের উদ্দেশে।

আমি বেগতিক দেখে পরান মাস্টারের হাত ধরে টান দিয়ে বলি, খুব হয়েছে আসুন।

না। আবার গর্জন করে ওঠে পরাণ মাস্টার। জনতার উদ্দেশ্যে বলে, খুব হাসি না? বিশ্বাস হয় না? তবে শোন আমি নিজে সেই মেশিন পরীক্ষা করে দেখেছি। সেই মেশিনের সামনে ধান ধরে দিলে হয়, চাল ধরে দিলে চাল হয়।

সচল জনতা হঠাৎ থেমে যায়।

একদানা চাল ধরে দাও সামনে, যতক্ষণ সুইচ টিপে রাখবে, পেছনে অনবরত চালের দানা বেরুতে থাকবে। পাহাড় হয়ে যাবে চালের পাহাড়।

জনতা ফিরে তাকায় পরান মাস্টারের দিকে।

ডাল ধরে দাও। অড়হরের ডাল, ছোলার ডাল, মুগ ডাল, পেছনে ডালের পাহাড়। স্তূপাকার। এত ডাল যে চণ্ডি বাবুর গুদামেও ধরবে না।

জনতা হা করে তাকিয়ে থাকে বক্তার দিকে।

নুন ধরে দাও, নুন বেড়িয়ে পাহাড়, তেল ধরে দাও, খাঁটি, খাঁটি সরষের তেল, তেলের প্রশান্ত মহাসাগর।

জনতা খোদিত মুর্তির মতো স্থির।

জনতা স্থির— পরান মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে।

পরান মাস্টার এই প্রথম টিটকিরি দিয়ে ওঠে জলেশ্বরীর মানুষদের—এতকাল যারা তাকে টিটকিরি দিয়েছে এখন সে তাদেরই খোঁচা দেয় নিষ্ঠুরভাবে, কি, হাস? পারছার কাপড় তুলে হাস ভাইসব। হাসি নাই? ফুরিয়ে গেছে? সব শেষ? কি হলো?

জনতা অপরাধীর মত মাথা নামিয়ে নেয় একসঙ্গে।

পরান মাস্টার আবার উদাহরণ হাজির করতে তাকে, আলেকজাণ্ডার নব্বুই সুতার পাবনার লুঙ্গি মেশিনের সামনে ধর, হাজার হাজার লুঙ্গি; টাংগাইলের বাহারি পাছাপাড় শাড়ি, দ্রৌপদীর দেহ থেকে শালা দুঃশাসনের বাপও কোনোদিন সে শাড়ি টেনে শেষ করতে পারবে না। কি মিয়ারা? হাস না যে? বিশ্বাস হয়? এখন বিশ্বাস হয়?

জনতা যেন কাতর চোখে অনুনয় করে ওঠে পরান মাস্টারকে। কিসের অনুনয়, আমি শনাক্ত করতে পারি না।

আমার নিজের মাথার ভেতটাই কেমন গোলমাল বোধ হচ্ছে এখন।

আর হ্যাঁ, ঘি, মশলা, পোলাওয়ের চাল, জাফরান, ভাল জর্দা, পান, মুখ সেঁকা বিড়ি, কাঁচি মার্কা সিগারেট, পেটেন্ট লেদারের এক নম্বর পাম্পস্যু।

আমি কি নিজেই পাগল হয়ে যাচ্ছি?

পরান মাস্টারের কণ্ঠস্বর গমগম করতে থাকে।

রূপার হাঁসুলি, সোনার চন্দ্রহার, বোলাক নথ, কান পাশা, মাকড়ি, দুল, টু-ইন-ওয়ান, কটা টু-ইন-ওয়ান চাই? কহাতে কটা ঝোলাতে চান বাবা সকল?

আমি চোখের সমুখে সব ধোঁয়া দেখি।

BanglaBook.org

উজির নাজিরকে ছুটে আসতে দেখি। ভিড় ভেঙ্গে তারা ছুটে আসছে, মানুষগুলো যেন পাথর— তাদের সরাতে বড় কষ্ট হচ্ছে দু'ভাইয়ের, তারা চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে আসছে, বাবা, বাবা।

পরান মাস্টার বলে চলেছে, সরু চাল, মোটা চাল, লাল চাল, আলো চাল, মুগ ডাল, মুশরি ডাল, পাটনাই বু, টর ডাল, সরষের তেল, লাল লংকা, পঁচাফোড়ন, আলু আলু, পটল পটল, কপি কপি, ফুল কপি, বাঁধা কপি, ভিজে গজা, জিলিপি।

উজির নাজির প্রায় কাছে এসে পড়েছে; আমিও এগিয়ে যাই; তিনজনে এক সঙ্গে নিশ্চয়ই জাপটে ধরে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব।

কিন্তু তার আগেই পরান মাস্টার হঠাৎ লুঙ্গির গেরো টান মেরে খুলে ফেলে লাভ দিয়ে নেচে উঠল।

হাঃ হা, কর অবিশ্বাস, কর, আরো কর, আরো আমাকে বল পাগল।

আমরা তাকে ধরে ফেলবার আগেই পরান মাস্টার হাতের লাঠি রাজদণ্ডের মত বুকের ওপর আড় করে ছুট দেয়। তার বীথিপুর ভাষায় সে চিৎকার করে বলতে বলতে সড়ক ভেঙ্গে চলে যায়। রালাশা সশ্বাবি ছেরেক। তোইবেরক টেপে রোকা নাদা যেইনে। তষ্যবিভ লিঝুলিকা।

পুরো জলেশ্বরী জুড়ে ধ্বনিত হতে থাকে বীতিপুর ভাষায়, তষ্যবিভ লিঝুলিকা, তষ্যবিভ লিঝুলিকা, তষ্যবিভ লিঝুলিকা।

১৯৮২ সাল
মঞ্জুবাড়ি গুলশান ঢাকা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG